নারায়ণ দেবনাথ

সম্পূর্ণ রঙিন

নন্টে ফন্টে

ধামাকা

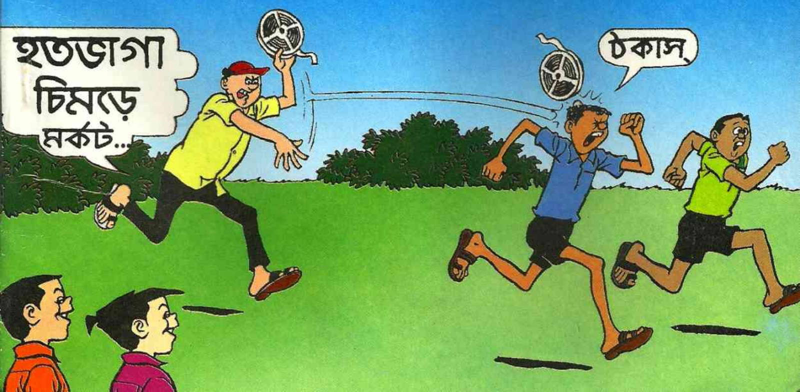

নারায়ণ দেবনাথ

নন্টে ফন্টে

ধামাকা

James

@ BD.

পত্র ভারতী

৩/১ কলেজ রো, কলকাতা ৭০০ ০০৯

নান্টে আর ফন্টে
নারায়ণ দেবনাথ
আপনার চা নিয়ে এসেছি, সুপারিটেন স্যাব!
বাঃ! ঠিক সময় এনেছো, ঠাকুর!
শোনো, ঠাকুর তুমি গিয়ে নন্টে ফন্টে আর কেল্টুকে বলো যে আমি ডাকছি।
আচ্ছা আখুনি গিয়ে বলছি।
নন্টুয়া ফন্টুয়া আর কাল্টুয়াকে সুপারিটেন সাহাব বুলাইছেন।
ঠিক আছে, তুমি যাও আমরা যাচ্ছি।
এই যে, তোরা এসেছিস। পূজোয় বোর্ডিং স্কুল বন্ধ। ভাবছি তোদের নিয়ে ঘুরতে বেরোবো।
খুব ভালো হবে, স্যার! কিন্তু কোথায় ঘুরবো?
ভাবছি আইলা বিধ্বস্ত গ্রাম বিটকেলপুর যাবো। তারপর ঘুরে এসে এই নিয়ে একটা বই লিখবো।
কিন্তু, স্যার, গ্রামের অভিজ্ঞতা তো ভালো নয়!
তোদের সব কিছুতেই বাগড়া। গ্রাম এখন কতো উন্নত। তারপর স্যার যাবেন আইলা বিধ্বস্ত গ্রামে। সেখানকার লোকজনের কথা শুনে দেখে ওঁদের নিয়ে বই লিখবেন বলছেন।
কেল্টু ঠিকই বলেছে। আমরা আইলা বিধ্বস্ত গ্রামেই যাচ্ছি!

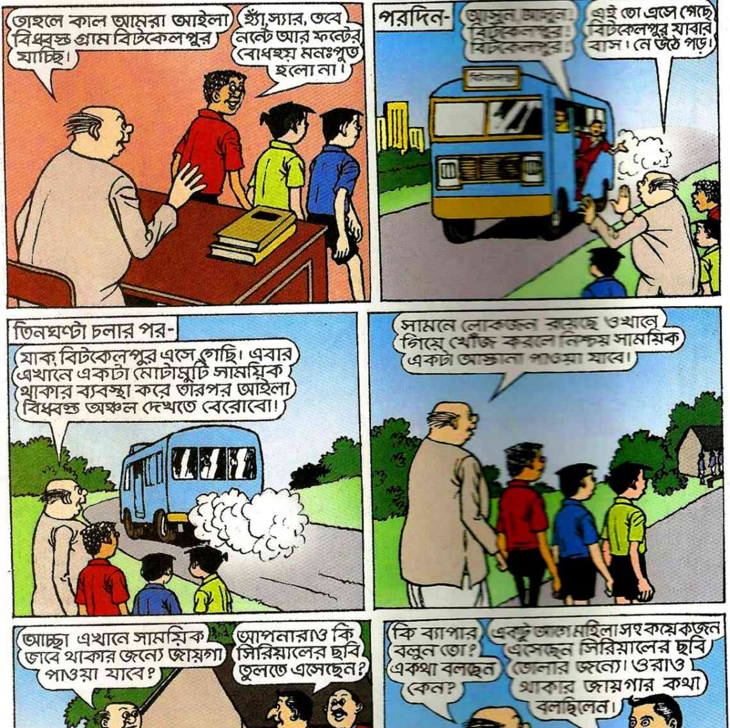
তাহলে কাল আমরা আইলা বিধ্বস্ত গ্রাম বিটকেলপুর যাচ্ছি।
হ্যাঁ, স্যার, তবে নন্টে আর ফন্টের বোধহয় মনঃপুত হলো না।
পরদিন-
আসুন আসুন! বিটকেলপুর! বিটকেলপুর!
এই তো এসে গেছে বিটকেলপুর যাবার বাস। নে উঠে পড়।
তিনঘণ্টা চলার পর-
যাক, বিটকেলপুর এসে গেছি। এবার এখানে একটা মোটামুটি সাময়িক থাকার ব্যবস্থা করে তারপর আইলা বিধ্বস্ত অঞ্চল দেখতে বেরোবো!
সামনে লোকজন রয়েছে ওখানে গিয়ে খোঁজ করলে নিশ্চয় সাময়িক একটা আস্তানা পাওয়া যাবে।
আচ্ছা এখানে সাময়িক ভাবে থাকার জন্যে জায়গা পাওয়া যাবে?
আপনারাও কি সিরিয়ালের ছবি তুলতে এসেছেন?
কি ব্যাপার বলুন তো? একথা বলছেন কেন?
একটু আগে মহিলা সহ কয়েকজন এসেছেন সিরিয়ালের ছবি তোলার জন্যে। ওরাও থাকার জায়গার কথা বলছিলেন।

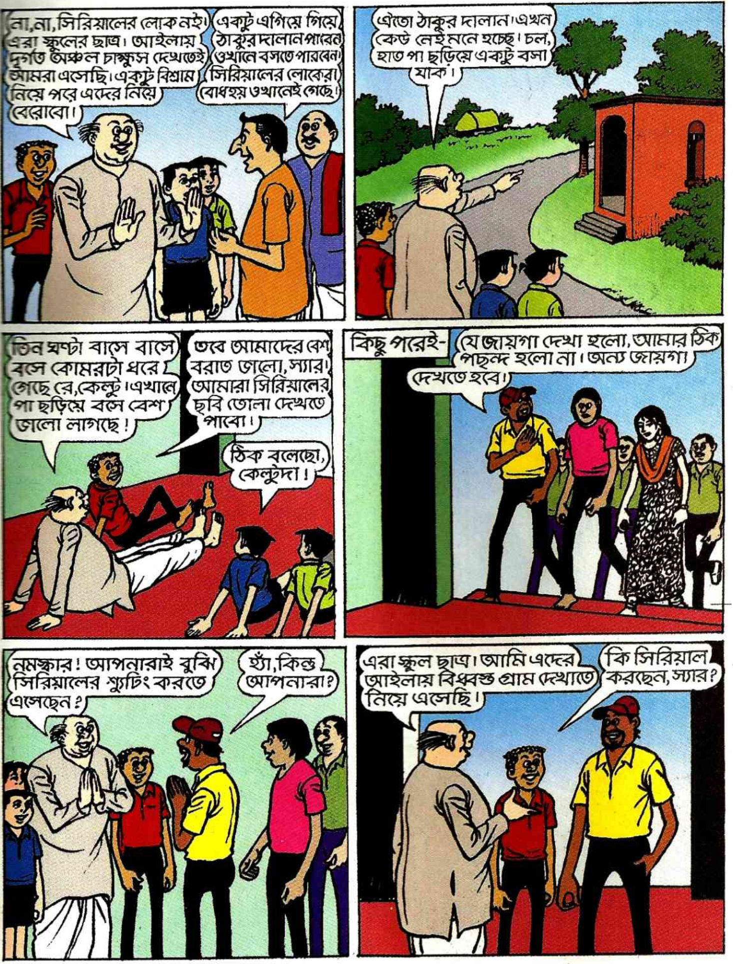
না,না,সিরিয়ালের লোক নই। এরা স্কুলের ছাত্র। আইলায় দুর্গত অঞ্চল চাক্ষুস দেখতেই আমরা এসেছি। একটু বিশ্রাম নিয়ে পরে এদের নিয়ে বেরোবো।
একটু এগিয়ে গিয়ে ঠাকুর দালান পাবেন ওখানে বসতে পারবেন। সিরিয়ালের লোকেরা বোধহয় ওখানেই গেছে।
ঐতো ঠাকুর দালান। এখন কেউ নেই মনে হচ্ছে। চল, হাত পা ছড়িয়ে একটু বসা যাক।
তিন ঘণ্টা বাসে বাসে বসে কোমরটা ধরে গেছে রে,কেল্টু। এখানে পা ছড়িয়ে বসে বেশ ভালো লাগছে!
তবে আমাদের বেশ বরাত ভালো, স্যার। আমোরা সিরিয়ালের ছবি তোলা দেখতে পাবো।
ঠিক বলেছো, কেল্টুদা!
কিছু পরেই-
যে জায়গা দেখা হলো, আমার ঠিক পছন্দ হলো না। অন্য জায়গা দেখতে হবে।
নমস্কার! আপনারাই বুঝি সিরিয়ালের শ্যুটিং করতে এসেছেন?
হ্যাঁ,কিন্তু আপনারা?
এরা স্কুল ছাত্র। আমি এদের আইলায় বিধ্বস্ত গ্রাম দেখাতে নিয়ে এসেছি।
কি সিরিয়াল করছেন, স্যার?

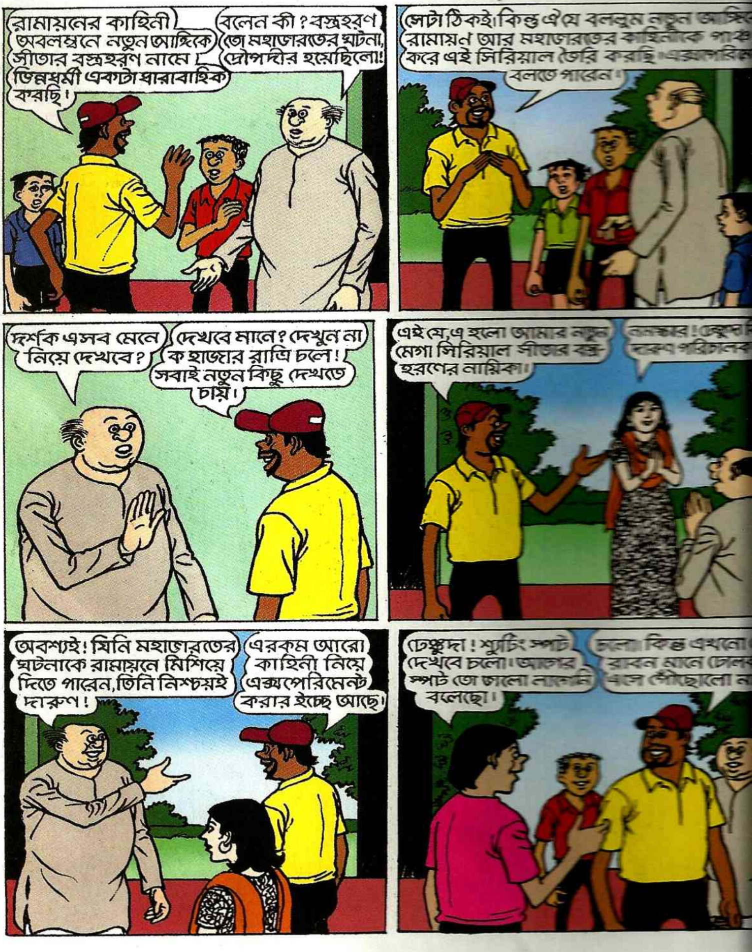
রামায়নের কাহিনী অবলম্বনে নতুন আঙ্গিকে সীতার বস্ত্রহরণ নামে ভিন্নধর্মী একটা ধারাবাহিক করছি।
বলেন কী? বস্ত্রহরণ তো মহাভারতের ঘটনা, দ্রৌপদীর হয়েছিলো!
সেটা ঠিকই। কিন্তু ঐ যে বললুম নতুন
রামায়ন আর মহাভারতের
করে এই সিরিয়াল তৈরি করছি।
বলতে পারেন।
দর্শক এসব মেনে নিয়ে দেখবে?
দেখবে মানে? দেখুন না ক হাজার রাত্রি চলে! সবাই নতুন কিছু দেখতে চায়।
এই যে, এ হলো আমার নতুন মেগা সিরিয়াল সীতার বস্ত্র-হরণের নায়িকা।
অবশ্যই! যিনি মহাভারতের ঘটনাকে রামায়নে মিশিয়ে দিতে পারেন, তিনি নিশ্চয়ই দারুণ!
এরকম আরো কাহিনী নিয়ে এক্সপেরিমেন্ট করার ইচ্ছে আছে।
ঢেঙ্কুদা! শুটিং স্পট দেখবে চলো। আমার স্পট তো ভালো লাগেনি বলেছো।

বাঃ! এই তো, এই বাঁধানো বটগাছের নিচেই সীতার বস্ত্রহরণের শ্যুটিং হবে। কিন্তু রাবন তো এখনো এসে পৌঁছোলো না।
রাবন এসে না পৌঁছোলে তো শ্যুটিং ক্যানসেল করতে হবে! তাতে অনেক ক্ষতি হয়ে যাবে! এখুনি ঢোলবাবুকে পাত্তা করো।
এখুনি পাত্তা করছি, টেঙ্কুদা।
এই মরেচে! কি সর্বনাশ! তাহলে কি হবে ঢোলবাবু?
কি হলো, টিংলু? ঢোলবাবু কখন আসছেন?
ঢোলবাবু আসতে পারবেন না। ওনাকে ডেঙ্গুতে ধরেছে!
সর্বনাশ! কি হবে রে, টিংলু? আর ভাবতে পারছি না।
আচ্ছা, টেঙ্কুদা, যে লোকটা তিনটে ছেলেকে নিয়ে আইলা দেখতে এসেছেন, ওঁকে দিয়ে চালিয়ে নেওয়াযায় না?
দারুণ মানাবে কিন্তু!
ঠিক বলেছিস। শিগগির চল।
ঠাকুর দালানে ফিরে-
রাবন যার করার কথা সেই ঢোলবাবুকে ডেঙ্গুতে ধরেছে। এখন আপনিই ভরসা। রাবন আপনাকেই করতে হবে, দাদা!
সেকি! কিন্তু আমি কি পারবো?

নেমে যান, স্যার! আমরা টি ভি তে আপনাকে দেখতে পাবো।
বলছিস? ঠিক আছে। তাহলে নেমে পড়ি।
তাহলে চলুন, তাড়াতাড়ি!
মেকআপ ম্যান, ক্যামেরা, লোকজন নিয়ে তুমি স্পটে চলে এসো, আমরা এগোচ্ছি।
ঠিক আছে, টেঙ্কুদা! সবাইকে নিয়ে আমি যাচ্ছি।
ঘণ্টা দুই পর -
আপনাকে দারুণ দেখাচ্ছে স্যার! একেবারে সত্যিকার রাবনের মতো!
এবার শ্যুটিং শুরু হবে। সীতাকে নিয়ে এসো টিংলু।
দৃশ্যটা হচ্ছে, মহাভারতের কুরুরাজ দুর্যোধনের দ্রৌপদীর বস্ত্রহরণের ঘটনার মতো আপনি লঙ্কার রাজা রাবন সীতা হরণের বদলে বস্ত্র হরণ করছেন। ঠিক আছে?
দুটো কাহিনীকে কি ভাবে প্যাঞ্চ করেছি বুঝেছেন তো আপনারা?
সুন্দর ভাবে বুঝেছি। অভিনয়ে সেটা বুঝতে পারবেন!
স্টার্ট, ক্যামেরা! অ্যাকশান!

রামের ঘরনী, সীতে! আজ তোর বস্ত্র করিয়া হরণ রামায়নে গড়িবো আমি নয়া অধ্যায়!
দারুণ হচ্ছে! চালিয়ে যান।
রক্ষা করো, রক্ষা করো! নারীর সম্ভ্রম রক্ষা করো! ঈশ্বর!
আজ বস্ত্র হরণ হবেই! কেউ বাঁচাতে পারবে না! হাঃ-হাঃ!
স্যারের অ্যাক্টিং দেখেছিস, নন্টে আর ফন্টে!
সেই সময়-
চলুন, মোড়ল ভাই আইলায় যারা ক্ষতিগ্রস্ত, তাদের জন্যে নাকি ত্রাণ এয়েচে। গিয়ে দেখে আসি।
চলো, দেখি যদি দু'একখানা ধুতি, শাড়ী জোটে!
রক্ষা করো! পাষণ্ড আমার বস্ত্র হরণ করে নিচ্ছে!
শুনেছেন মোড়লমশাই? নারীকণ্ঠের আর্তনাদ!
আমাদের গাঁয়ে এসে নারীর বস্ত্র হরণ? চলো তো পেদুরাম, দেখি আমার হাতে কার আবার মরণ ঘেনে এয়েচে?
আর কোন ভয় নেই, মাজননী! দেখি কার কতো বুকের পাটা যে তোমার বস্ত্র কেড়ে নেয়!

ব্যাটা, ছদ্মবেশে তুমি এসেছো আমাদের গাঁয়ে নারীর বস্ত্র হরণ করতে? লাঠি পেটা করে গাঁ ছাড়া করবো!
পালান, স্যার!
পালাবে কোথায়? লাঠির ঘায়ে মাথা দু'ফাঁক করে দেবো!
ওরে, নন্টে আর ফন্টে, কেল্টু, তোরা কোথায়? আমাকে তোরা বাঁচা!
বাঁচতে হলে দৌড়োন, স্যার!
একি মাথা ঢাকা পড়লো কিসে?
ওরে বাবা রে গেলুম রে!
থামবেন না, স্যার! আমরা এখনো বিপদের সীমারেখা পেরোইনি। কোথা দিয়ে কে কখন হামলা করবে কে জানে?
বোর্ডিংয়ে ফিরে-
হতচ্ছাড়া কেল্টুটাকে দেখছি না, ও আসেনি?
এই যে, স্যার, আমি এসে গেছি।
গ্রামে আইলা বিধ্বস্তদের তোদের দেখাতে গিয়ে কেল্টুর প্ররোচনায় পড়ে আমিই এখন বিধ্বস্ত হয়ে ফিরেছি! আমার এই অবস্থার জন্য তোকে একশোবার কান ধরে ওঠবোস করতে হবে!
তখন বলেছিলাম যে গ্রামের অভিজ্ঞতা আমাদের ভালো নয়।

নন্টে আর ফন্টে
নারায়ণ দেবনাথ
এইযে, কেল্টু, নন্টে আর ফন্টে সবাই রয়েছিস! ঠাকুর বলছে আমার জন্যে রাখা দৈ আর সন্দেশ কে খেয়ে যাচ্ছে!
সেকি বলছেন, স্যার? আপনার খাবার চুরি!
রাতে খাওয়ার পর দই আর গোটা দশেক সন্দেশ খেলে খাওয়াটা ঠিকঠাক হয়। সেটা যদি কেউ চুরি করে তাহলে তো মুস্কিল!
কার এতো সাহস যে আপনার খাবারে থাবা বসাচ্ছে?
আমিও তো সেটাই জানতে চাইছি! তোদের মধ্যে কেউ খাচ্ছিস নাতো? কে খাচ্ছে ধরার চেষ্টা কর, আমিও চেষ্টা করবো।
আপনার খাবার খেয়ে নেওয়ার কথা ভাবতেই পারিনা, স্যার! ভাববেন না, স্যার, খাবার চোরকে পাকড়াবোই!
পরে-
নন্টে আর ফন্টে, তোরা খাচ্ছিস নাতো? আমার অনুসন্ধানে তোরা ধরা পড়লে স্যারের হাত থেকে আমি কিন্তু তোদের বাঁচাতে পারবোনা!
কি যে বলো তুমি কেল্টুদা, আমরা খেতে যাবো কেন?
ঠিক আছে! কিন্তু তোরা যে সত্যিই খাসনি সেটা তোদের চোরের খোঁজ দিয়ে প্রমাণ করতে হবে! সেরকম সন্দেহজনক কাউকে দেখলে সঙ্গে সঙ্গে আমাকে জানাবি।
অবশ্যই জানাবো, কেল্টুদা!
কেলেটাটা কি মতলববাজ দেখেছিস? আমরাই খেয়েছি এটাই ও বলতে চাইছে আর চোরের খোঁজ দিতে না পারলে আমাদেরই চোর সাজিয়ে দেবে!
কিছু পরে-
শোন, ফন্টে! কেল্টুদাকে দিয়ে খাদ্যচোর ধরার দারুণ একটা আইডিয়া মাথায় এসেছে!
কিরকম আইডিয়া শুনি!

তাহলে শোন- (ফিস-ফিস) (ফিস-ফিস) কেমন লাগলো বল?
ওঃ, দারুণ ভেবেছিস, নল্টে! এখন শুধু গুছিয়ে চোর পাকড়াবার ব্যবস্থা করা!
সেদিন বিকেলে-
শিগগির চলুন স্যার! মনে হলো রান্নাঘরে কেউ যেন ঢুকলো!
তাই নাকি! ধরলে ব্যাটার পিণ্ডি চটকে দেবো!
কেল্টুদা, শিগগির চলো! একজন সন্দেহভাজনকে দেখলুম গুটি গুটি রান্নাঘরের দিকে এগোতে।
বটে! দাঁড়া, লাঠিটা নিয়ে নিই। ব্যাটাকে পিটিয়ে হাতের সুখ করে নেবো!
দ্যাখো, কেল্টুদা! ঐযে গুটি গুটি যাচ্ছে!
ব্যাটাকে এমন গো-বেড়েন দেবো যে, চুরি করে খাওয়ার মজাটা টের পাবে!
নিঃশব্দে গিয়ে ঝপাৎ করে হাতে নাতে ধরবো।
এবার বুঝবে চুরি করে খাওয়ার মজা!
কেমন লাগছে এটা, খাদ্য চোর? স্যারকে ডেকে নিয়ে আয়, নল্টে! আমি ততক্ষণ হাতের সুখ করে নিই!
দমাস!
ওফস!
এ-একি! স্যার, আপনি? আমি ভেবেছিলাম খাদ্য চোর-
তাই ভেবে লাঠি দিয়ে আমাকে পিটিয়ে হাতের সুখ করতে চাইছিলি?
এবারে আমি তোর পিঠে এটা না ভাঙা পর্যন্ত হাতের সুখ করে যাবো, ছুঁচো মর্কট কোথাকার!
খাদ্যচুরি কেল্টুদা আমাদের ঘাড়ে চাপাতে চেয়েছিলো, এখন নিজের পিঠ বাঁচাতেই ব্যস্ত!

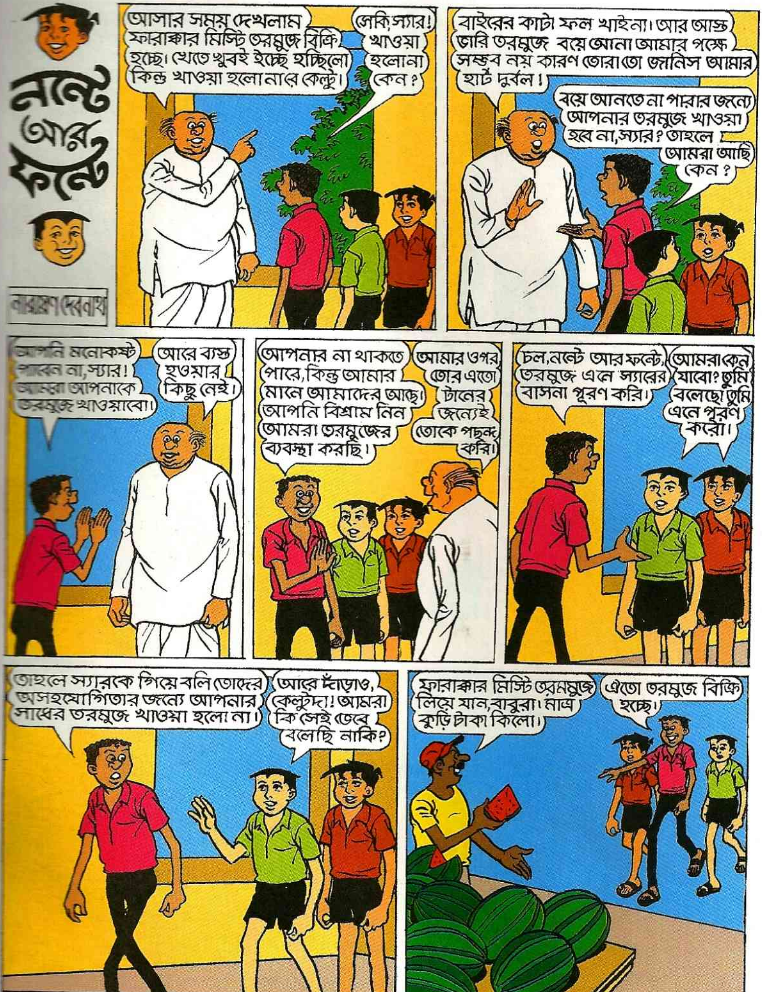
নন্টে আর ফন্টে
নারায়ণ দেবনাথ
আসার সময় দেখলাম ফারাক্কার মিস্টি তরমুজ বিক্রি হচ্ছে। খেতে খুবই ইচ্ছে হচ্ছিলো কিন্তু খাওয়া হলো নারে কেল্টু।
সেকি,স্যার! খাওয়া হলোনা কেন?
বাইরের কাটা ফল খাইনা। আর আস্ত ভারি তরমুজ বয়ে আনা আমার পক্ষে সম্ভব নয় কারণ তোরা তো জানিস আমার হার্ট দুর্বল।
বয়ে আনতে না পারার জন্যে আপনার তরমুজ খাওয়া হবে না,স্যার? তাহলে আমরা আছি কেন?
আপনি মনোকষ্ট পাবেন না,স্যার! আমরা আপনাকে তরমুজ খাওয়াবো।
আরে ব্যস্ত হওয়ার কিছু নেই।
আপনার না থাকতে পারে,কিন্তু আমার মানে আমাদের আছে। আপনি বিশ্রাম নিন আমরা তরমুজের ব্যবস্থা করছি।
আমার ওপর তোর এতো টানের জন্যেই তোকে পছন্দ করি।
চল,নন্টে আর ফন্টে, তরমুজ এনে স্যারের বাসনা পূরণ করি।
আমরা কেন যাবো? তুমি বলেছো তুমি এনে পূরণ করো।
তাহলে স্যারকে গিয়ে বলি তোদের অসহযোগিতার জন্যে আপনার সাধের তরমুজ খাওয়া হলো না।
আরে দাঁড়াও, কেল্টুদা! আমরা কি সেই ভেবে বলেছি নাকি?
ফারাক্কার মিস্টি তরমুজ লিয়ে যান,বাবুরা। মাত্র কুড়ি টাকা কিলো।
এতো তরমুজ বিক্রি হচ্ছে।

এটা লিয়ে যাও। খুব মিস্টি হোবে। পুরা পাঁচ কিলো আছে শ' রুপেয়া দেও।
এটাই ভালো হয়েছে! স্যার খুব খুশি হবে।
টাকাটা দিয়ে দে, নন্টে আর ফন্টে।
সেকি, দাম আমাদেরে দিতে হবে নাকি?
তোরাই তো দিবি। তোরাই তো আমাকে স্যারের গুড বুকে রেখেছিস। এবার তরমুজটা নিবি না ফেরত দিবি? স্যারকে গিয়ে বলতে হবে তোরা কিনতে দিলি না!
খুব হয়েছে। দে নন্টে পঞ্চাশটা টাকা দে।
বোর্ডিংয়ে ফিরে-
তরমুজটা এখানে থাক, স্যারকে খবরটা দিয়ে আসি।
অপারেশন তরমুজ এই মওকায় সেরে ফ্যাল নন্টে।
চল, নন্টে আর ফন্টে! স্যারকে তরমুজ খাইয়ে আসি।
তুমিই গিয়ে খাওয়াও আমরা পরে যাচ্ছি।
ঠিক সময়ে অপারেশনটা করে দিয়েছি।
একটু পরে-
দেখুন, স্যার! আপনার জন্যে সেরা বড়ো ফারাক্কার তরমুজ নিয়ে এসেছি।
খাসা জিনিস! তোর জন্যেই তরমুজ খাওয়ার ইচ্ছে পূরণ হবে রে, কেল্টু!
এক টুকরো খেয়ে দেখুন, স্যার! চিনির মতো মিস্টি হবে!
তুই যখন এনেছিস তখন তো হবেই-
কি হলো, স্যার? কোন গোলমাল?
অ্যাকছু! মালেতেই গোলমাল! তরমুজ এতো বিষের মতো তেতো হয়?
বিষাক্ত তরমুজ খাইয়ে আমাকে মারার ফন্দি? হতচ্ছাড়া পাজি মর্কট! এই নে তোর তরমুজ!
না-না, স্যার! প্রোক্‌ৎ!

নন্টে আর ফন্টে
নারায়ণ দেবনাথ
আমার ল্যাসো শেখার খুব ইচ্ছে। চল্ নন্টে, দুজনে প্র্যাকটিস করি।
আমারও শেখার ইচ্ছে আছে। চল তোর সঙ্গে আমিও প্র্যাকটিস করবো।
ঐ ভাঙা বেড়ার বাঁশের খুঁটিটাকে লক্ষ্য করে ল্যাসো ছোঁড়া প্র্যাকটিস করি।
প্র্যাকটিসের পক্ষে এটাই ভালো মাধ্যম হবে!
আজ আমাদের বোর্ডিং দেখতে পরিদর্শক আসবেন। দেখবি তাঁর অভ্যর্থনার কোন ত্রুটি না হয়। সবাইকে এটা জানিয়ে দিবি।
কিচ্ছু ভাববেন না, স্যার! এমন উষ্ণ সম্বর্ধনা দেবো যে, উনি ভাবতেই পারবেন না!
তোর ওপর তো এজন্যেই নির্ভর করি রে, কেল্টু!
নন্টে আর ফন্টেটা গেলো কোথায় দেখতে হচ্ছে তো।
ঐতো, নন্টে আর ফন্টে ওখানে দড়ি দিয়ে কি যেন করছে!
এবারও ফক্কালি ফন্টে।
এই যে, এখানে তোরা ল্যাসো প্র্যাকটিস করছিস, নন্টে আর ফন্টে। কিন্তু এটা অতো সোজা জিনিস নয়!
হয়ে গেলো প্র্যাকটিস করা।
ল্যাসো ছোঁড়া শেখার তোদের যখন এতো আগ্রহ, তো সেটা আমাকে বললেই পারতিস?
কেন? তুমি কি ল্যাসো ছোঁড়ার কায়দা জানো নাকি?

ল্যাসোটা দে, তারপর জানি কিনা তোদের দেখিয়ে দিচ্ছি!
ঠিক আছে। এই নাও, দেখাও।
ইস! ছোঁড়ার সময় হাতটা একটু বেঁকে যাওয়ায় ফস্কে গেলো।
কি হলো, কেল্টুদা? তুমিও তো খুঁটিটায় লাগাতে পারলে না।
কারণটা হলো আমি তো মানুষ ছাড়া অন্য কিছুতে প্রয়োগ করিনি তাই। কিন্তু মানুষ হলে আমার চোখ বেঁধে দিলেও আমি ঠিক ধরবো!
সেইমতো-
গেটের কাছ থেকে ভেতরে ঢুকবি। যখন বলবো তখন ঢুকবি। চলন্ত অবস্থায় ধরবো। নে, এবার ঢোক ফন্টে!
তোমার কথামতো ঢুকছি, কেল্টুদা।
ঠিক সময়েই এসে গেছি।
দ্যাখ, তোর পায়ের শব্দতেই তুই ঠিক কোনখানে আন্দাজ করেই তোকে ল্যাসোতে ধরেছি। এবার একটা হ্যাঁচকা টান মেরে তোকে কুপোকাত করে-
আরে, আরে এ কি?
এতো ফন্টের গলা নয়! চোখের বাধন খুলে দেখতে হচ্ছে তো!
ওরক!
এতো পরিদর্শক!
ওফস!
আমাকে এভাবে লাঞ্ছনা? আমি আপনার বোর্ডিং স্কুলের অনুদান বন্ধ করে দেবার জন্যে রিপোর্ট দেবো।
পরে-
হতচ্ছাড়া হাড়গিলেটা গেলো কোথায় বলতো? ওকে পেলে এই দড়ি দিয়ে আমি মর্কটটাকে উচ্চতর সম্বর্দ্ধনা দেবো!
কেল্টুদা ঐ দিকে ছুটে পালালো, স্যার!

নন্টে আর ফন্টে
নারায়ণ দেবনাথ
এটি নতুন ছেলে, বোঁচা। এর বাবা একজন বিখ্যাত আবিষ্কারক।
নন্টে আর ফন্টেকে শায়েস্তা করতে ও আমাকে সাহায্য করতে পারবে।
এই যে, কেল্টুদা! আমি শুনেছি দুটো ছেলে তোমাকে নাজেহাল করে, তোমার হয়ে আমি ওদের ব্যবস্থা করছি!
স্কুলের পর
তোমার সাইকেল পাম্পের মাথার ঢাকনাটা খুলে ফেলো তারপর তুমি এটা দিয়ে ছিপি ছুঁড়তে পারবে, এই ভাবে—
সত্যি, দারুণ আইডিয়া!
ঐ যে, কেল্টোর নয়া স্যাঙাত! ও নাকি আমাদের শায়েস্তা করবে। ওদের সাইকেলের চাকায় হাওয়া নেই এই তালে আমরাই ওদের শায়েস্তা করে দি!
সাইকেল ফেলে পালাতেও পারবে না।
ওরা হাঁটু গেড়ে বসে, আমরা তেড়ে গিয়ে দুজনকে ঠুসে দেবো!
হেঃ হেঃ! আমাদের ফাঁদে ওরা আসছে!
ঠিক নাকে লাগিয়েছি! কি টিপ!
ওঁফ্।
উঁফ!
আমিও, বোঁচা! আবার ছিপি লোড করে নে!

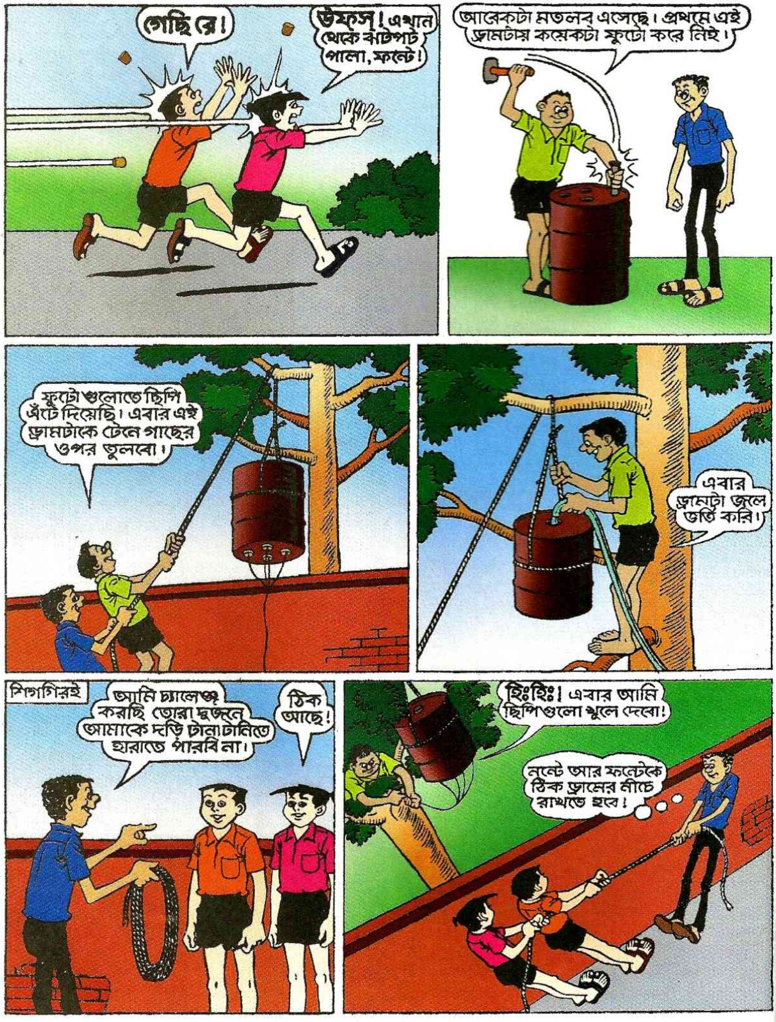
গেছি রে!
উফস্! এখান থেকে ঝটপট পালা, ফন্টে!
আরেকটা মতলব এসেছে। প্রথমে এই ড্রামটায় কয়েকটা ফুটো করে নিই।
ফুটো গুলোতে ছিপি এঁটে দিয়েছি। এবার এই ড্রামটাকে টেনে গাছের ওপর তুলবো।
এবার ড্রামটা জলে ভর্তি করি।
শিগগিরই
আমি চ্যালেঞ্জ করছি তোরা দুজনে আমাকে দড়ি টানাটানিতে হারাতে পারবি না।
ঠিক আছে!
হিঃহিঃ! এবার আমি ছিপিগুলো খুলে দেবো!
নন্টে আর ফন্টেকে ঠিক ড্রামের নীচে রাখতে হবে।

Names @ BD

ঘ্লোগ্‌ল!
হাঃহাঃ!
ঘুব্‌হ্‌!
গরর! কেল্টুদা! তোমার চ্যালা বোঁচা নতুন নতুন কায়দা করে আমাদের খোঁচা দিচ্ছে! আমরাও তাল পেলে হাল খারাপ করে দেবো।
এই ছিপি দিয়ে ছেলেরা হাতের কাজের শিক্ষা নেবে।
গোদা গোদা ছিপি রে, নন্টে! আমরা যা চাই!
সবগুলো হাতাতে বেশী সময় লাগবে না আমাদের।
একি! সব ছিপি উধাও!

তুই ওদের টোপ দিয়ে কাছে নিয়ে আসবি পরে কি হবে ওরা টের পাবে।
তৈরি থাকবি আমি ওদের ঠিক নিশানায় নিয়ে আসবো।
ও একলা আছে। ওর ওপরে নিশানা প্র্যাক্টিস কর, বোঁচা!
ফন্টে! ওরা আসছে তুই তৈরি তো?
এবার আমাদের ছিপির গোলা যাচ্ছে।
ইকর! ছিপি, কেল্টুদা! গোদা সাইজের!
আফ্‌ক্‌!
আঁক্‌স্‌!
পেয়েছি— আমার উধাও হওয়া ছিপি! এ তাহলে তোদেরই কাজ, কেল্টু?
ন্‌ না, স্যার! আমরা কিছু করিনি।
তোরা করিস নি তো এই ছিপিগুলো তোদের কাছে উড়ে এসেছে? ঠিক আছে পরে এর ব্যবস্থা করছি। এগুলো তুলে আমার ঘরে রাখবি।

কিছু পরে
নন্টে আর ফন্টের জন্যে স্যারের কাছে আমাদের ইজ্জত গেলো। ওদের আর ছাড়বো না, বোঁচা! ওরা এদিকেই এসেছে।
(ফিস ফিস) তোমরা এদিকে শোনো!
হাঃ! এ আবার কে র‍্যা? আমাদের ডাকে কেন?
তোমরা যে দুজনকে খুঁজছো তারাই বোধহয় ঐ ড্রামের মধ্যে লুকিয়ে আছে!
তাই বুঝি?
চমৎকার! এবার ওদের শায়েস্তা করার একটা দারুণ মতলব এসেছে, কেল্টুদ্দা! আপনার কাছে মজার হরেক জিনিস রয়েছে দেখছি। আমি দুটো গন্ধবোমা কিনতে চাই।
হেঃ হেঃ! খুব ভালো। এই নাও!
আমি একটায় ফেলচি আর তুমি একটায় ফেলো, কেল্টুদ্দা!
ফেলেছি, বোঁচা!
ওয়াক! ড্রাম থেকে বেরোতে পারলে বাঁচি!
উফ! কি দুর্গন্ধ রে, মাইরি!
পরে
(ফিসফিসিয়ে) এদিকে শোনো!

এখন তাকিও না, কিন্তু ঐ ছেলেদুটো ঐ গাছে উঠে আছে। তোমরা নীচে গেলেই ওরা ঝাঁপিয়ে পড়বে!
বটে, পড়াচ্ছি ঝাঁপিয়ে!
এবার তাহলে দু'প্যাকেট চুলকানি চূর্ণ দিন। ওরা আমাদের ছাড়াই এবার গাছ থেকে ঝাঁপাবে।
কি বরাত রে, বোঁচা! আমাদের একজনে নজরে রাখার আর নাস্তানাবুদ করার মালের জোগানদার জুটে গেছে।
এগুলি ওদের গাছ থেকে নামালো বলে! হেঃহেঃ!
ওয়াহ্!
ইর্‌ক্!
গেছি রে! শিগগির পুকুরে ঝাঁপাবি চল!
উফ্!
হেঃ হেঃ! আপনার নজরদারীর জন্য ধন্যবাদ, মহাশয়!
খুব শায়েস্তা করা গেছে, কেল্টুদা। তোমাকে আর সহজে ঘাঁটাবে না।

কেল্টো আর বোঁচাকে ঐ গলিটায় বল নিয়ে খেলতে দেখেছি-
ঠিক আছে এবার আচমকা গিয়ে মজা দেখাবো!
ছেলেদুটো এবার খেঁটে নিয়ে আসছে! ওদের সাবধান হবার সঙ্কেত দি!
পীপ!
পিপ!
ঐ শোনা আমাদের হিতৈষী বন্ধুর সঙ্কেত! তার মানে নন্টে আর ফন্টে আসছে! আমরা বেকায়দায়! চলো সরে পড়ি, কেল্টুদা!
ইস্! হতচ্ছাড়া দুটো পালালো মাইরি!
হিঃহিঃ! ফিরিওয়ালা বন্ধু আবার আমাদের বাঁচিয়ে দিয়েছে!
আশ্চর্য! ওরা জানছে কি করে?
একটা কথা ভাবছি, ওরা আমাদের উপস্থিতি আগে ভাগে টের পাচ্ছে কি করে?
আমার মনে হচ্ছে ঐ ফিরিওয়ালাটা ওদের চর! কারণ আমরা যেখানে থেকেছি, কাছাকাছি ওকেও দেখেছি, আর ওর থেকে জিনিস নিয়ে আমাদের ওপর ব্যবহার করেছে।
ওদিকে
মাকড়া দুটোকে হাত করেছি। এবার ওদের পাহারায় রেখে রাস্তার পাশের বাড়িটা থেকে মালকড়ি হাতিয়ে পুলিশ আমার খোঁজ পাবার আগেই কেটে পড়তে হবে। হেঃহেঃ!

সেই মতো
শোনো! আমি তোমাদের ব্যাপারে নজরে রেখেছি। এবার তোমরা আমার জন্যে কিছুক্ষণের জন্য নজরে রাখবে কি?
নিশ্চয়ই রাখবো।
আমি বিক্রির জন্যে—ইয়ে আমার—মজুদ থেকে আরো কিছু মাল নিয়ে আসি!
মাকড়াগুলো জানে না আমি কি মাল আনতে যাচ্ছি। হিঃহিঃ!
ঠিক সেই সময়
ঐ যে ওরা! কিন্তু চরটা গেলো কোথায়? আগে ওটাকে ঠাণ্ডা করবো!
ইরক! আমাদের কাছে নাস্তানাবুদ হয়ে ওরা ক্ষেপে গেছে—পালাই চলো, কেল্টুদা!
কি হচ্ছে এখানে?
এই যে ব্যাটা চর, জানালার আড়ালে ঘাপটি মেরে আছে!
ওফস!
আরে! এই তো যাকে খুঁজছি সেই ছিঁচকে চোর ছেদিলাল। নন্টে আর ফন্টে তোমরা এজন্যে পাঁচশত টাকা পুরস্কার পাবে।
গোঁআও!
পাঁচশো টাকা নগদ পুরস্কার হাঃ হাঃ!
আর ছুটিতে বেড়াতে যাবার রেলের টিকিট। হিঃ হিঃ!
ইঃ! ব্যাটা আমাদের হিতৈষী সেজে ওদের ছুটিতে মজা লোটার ব্যবস্থা করে দিলো!

নন্টে আর ফন্টে

এমন প্যাঁচার মতো মুখ করে বসে আছো কেন গো, কেল্টুদা?
মন ভালো নেই, তাই!
তোমার মন ভালো নেই? এযে সেই ভূতের মুখে রামনামের মতো শোনাচ্ছে, কেল্টুদা? হলো কি তোমার?
যা জানিসনা তা নিয়ে ফ্যাচ ফ্যাচ করিস না তো!
কেল্টুদা! তুমি যদি করে বসে থাকো কি আর আমাদের লাগবে? বলোনা কি
শুনে আর কি করবি? তাহলেও বলছি শোন!
তোদের ভালোর ওপর বাড়তি নজর দিতে গিয়ে এবারও যথারীতি ইয়ে মারলাম! বাড়ি থেকেও মালকড়ি পাঠানো বন্ধ করবে জানিয়েছে। তাহলে বুঝে দ্যাখ মন খারাপ হবেনা কেন?
সেকি গো, কেল্টুদা, পরীক্ষায় ফেল মেরেচো বলে পড়ার কি আছে। তুমিতো এখনো আমাদের ধারে কাছেই পৌঁছোতে পারোনি। আর মালকড়ির কথা বলছো? সেতো কায়দা করে আমাদের ওপরই চাপিয়ে দাও, কেল্টুদা!
আমার মনে হয় কোন গ্রহ কুপিত হয়ে তোমার ওপর বেগড়বাঁই করছে কেল্টুদা!
আমারও তাই মনে হয়, কেল্টুদা। তুমি বরং কোন জ্যোতিষীর কাছে যাও, কেল্টুদা।

ঠিকই বলেছিস! আমারও তাই মনে হয়। তাহলে কোন জ্যোতিষীর কাছে যাওয়া যাক! তোরাও চল আমার সঙ্গে।
আবার আমরাও যাবো তোমার সঙ্গে? ঠিক আছে, চলো তাহলে।
ঐ দ্যাখো, কেল্টুদা, একটা জ্যোতিষ কার্যালয়!
জ্যোতিষ কার্যালয়
চল, নন্টে আর ফন্টে, ভেতরে ঢুকে পড়া যাক!
জ্যোতিষ হস্ত রেখা বিচার গ্রহশান্তি ইত্যাদি করা হয়
আরে, এসো এসো, বৎসগণ! কি প্রয়োজনে এসেছো বলো। হস্তরেখা বিচার, ভাগ্যলিপি নির্দ্ধারন, কোষ্ঠী বিচার, না গ্রহশান্তি কোনটা জানতে চাও? তোমরা কি সকলেই নিজেরটা জানতে চাও, বৎসরা?
না-না-আমাদের নয়! আমরা শুধু আমাদের কেল্টুদার ওপর কোন গ্রহ কুপিত হয়েছে কিনা সেটা জানতে এসেছি।
কারন উনি পরীক্ষায় ফেল মেরেছেন আবার অর্থকষ্ট ভুগছেন জ্যোতিষী স্যার!
দেখি, নাহ্! কোন কুপিত গ্রহ প্রভাব ফেলেনি, তবে শনিগ্রহ হয়তো কিঞ্চিৎ কুপিত হতে পারেন, তবে–
তবে কি হবে, জ্যোতিষী, স্যার?
তবে শনিঠাকুরের পুজো দিলেই ওটা কেটে যাবে। আরে, একি! অর্থকষ্ট আছো বলছো, কিন্তু তোমার কপালে তো বিশাল অর্থপ্রাপ্তির যোগ রয়েছে দেখতে পাচ্ছি, বৎস!

তুমি লটারির একটা টিকিট কিনে ফ্যালো। লটারির মাধ্যমেই বিশাল অঙ্কের টাকা তুমি পাবে এটা তোমার কপালে লেখা আছে!
সত্যি বলছেন? ইয়াল্লুস!
শেষে ওটা কি শব্দ প্রয়োগ করলে, বৎস?
ও আপনি বুঝবেন না, স্যার! এ আমাদের উল্লাসের অভিব্যক্তি!
চল, নন্টে আর ফন্টে, দেরি না করে একটা লটারির টিকিট কিনে ফেলি!
তাই চলো, কেল্টুদা! জ্যোতিষীর কথা বলে কথা!
এই তো একটা লটারির দোকান, কেল্টুদা!
তাই তো রে চল, যাওয়া যাক।
লটারি সেন্টার
লটারির বিশ্বস্ত প্রতিষ্ঠান এখানে সব রকম লটারির টিকিট পাওয়া যায়
লটারির একটা টিকিট দিন তো যাতে অনেক টাকা পাওয়া যায়!
তাহলে এই কুড়ি টাকার টিকিট নাও। এটা বরাত জোরে লেগে গেলে বিশাল টাকা পাবে! নাম আর ঠিকানা রেখে যাও।
ইয়াহ্! বিশাল টাকা এবার আমার হাতের মুঠোয়!
এখনো তো টাকা পাওনি, কেল্টুদা?
জ্যোতিষী দেখেছে আমার কপালে টাকা জ্বল জ্বল করছে, লটারির মাধ্যমে। তাই আমাকে লটারির টিকিট কিনতে বলেছে। টাকা আমি পাবোই!
বোর্ডিংয়ে ফিরে-
তোমার টিকিটের নম্বরের সঙ্গে লটারিতে ওঠা নম্বরের সঙ্গে মিললে তবে তুমি টাকা পাবে। তাই টিকিটটা খুব সাবধানে রাখবে।
সে আর তোকে বলতে হবে না।

দু'দিন পরে-
তুমি কি লটারির টিকিট কিনেছিলে, কেল্টুদা?
তুই জানলি কি করে?
ঘেঁটো পোস্টার দেখেছে। তুমি যেখান থেকে টিকিট কিনেছো তারা তোমার নাম দিয়ে পোস্টার মেরেছে যে অনেক টাকা পেয়েছো!
দারুণ খবর! চলো কেল্টুদা কি পোস্টার সেঁটেছে দেখে আসি!
তাই চল। নিজের চোখে দেখে আসি।
একি দেখছি রে, নন্টে আর ফন্টে? এক কোটি পঞ্চাশ লক্ষ টাকা আমি পাবো?
লটারি সেন্টার
আমাদের দোকানের টিকিটে বোর্ডিংস্কুলের ছাত্র কেল্টুকুমার লটারিতে এক লক্ষ পঞ্চাশ হাজার টাকা পাচ্ছে। টিকিট নম্বর ২২০০
ওরে, নন্টে আর ফন্টে শিগগির আমাকে ধর!
ওরে নন্টে! কেল্টুদার ভিরমি লেগে গেছে, শিগগির কেল্টুদাকে ধর।
এ্যাতো টাকা পেয়ে কেল্টুদার ভিরমি লেগে গেছিলো রে, নন্টে!
অ্যাতো বড়ো অর্থনৈতিক ধাক্কায় ওরকম একটু আধটু হয়েই থাকে। তার ওপর পেটে টান পড়েছে!
পেটে টান পড়লে কি হবে, আমাদের পকেটে টাকা নেই।
টাকা কে চাইছে তোদের কাছে, মুখ্যুরা! আমার এটা আছে কি করতে?
টিকিট ২২০০

আবার
খাবো রেঁস্তোরা।
চল ঢুকে পড়া
যাক।
আবার খাবো
এদের 'আবার খাবো'
স্পেশালটা দারুণ
করে কেল্টুদা, ওটা
খেতেই হবে।
কি খাবে বলো?
আবার খাবো স্পেশাল,
তারপর ফিস কবিরাজি আমার
জন্যে চারটে ওদের জন্যে দুটো
করে। বেশী খেলে
হজম করতে
পারবে না।
খাওয়া দাওয়ার পর-
এবার! খেয়ে চলে
যাচ্ছো যে? বিলের
দশ টাকা
মিটিয়ে যাও!
বিলটা
দাও, তবে
টাকাটা পরে
দিয়ে যাবো।
কি ব্যাপার?
কি হয়েছে?
দেখুন না খেয়ে টাকা
না দিয়েই চলে যাচ্ছে!
দেখুন! আমার লটারির দু হাজার
দুশো নম্বরের এই টিকিটে এক
কোটি পঞ্চাশ লক্ষ টাকা
উঠেছে। কাল সেটা পাচ্ছি।
এটা তো
পোস্টার
কাগজে
সবেতেই
বেরিয়েছে!
তাহলে তুমিই হাতির বোর্ডিং স্কুলের ছাত্র কেল্টুকুমার?
হাতি এখানে মাঝে মধ্যে এসে খেয়ে যায়। ঠিক আছে
তুমি ওর জন্যেও কিছু নিয়ে যাও। আসতে হবে না
দুদিন পর লোক যাবে
হাজার টাকা
দিয়ে দিও।
কি রকম লাগছে বলতো,
নন্টে আর ফন্টে? ভাগ্যিস
জ্যোতিষীর কাছে গিয়েছিলাম!
অতো টাকা দিয়ে
কি করবে
বলো তো
কেল্টুদা?

এই নিন, স্যার! আমরা আবারখাবোতে খেতে গিয়েছিলাম। আপনার জন্যেও ফিশ কোবরেজি ফ্রাই, কাটলেট এনেছি।
বলিস কিরে? এই জন্যেই তোকে এত্তো পছন্দ করি কেল্টু!
লটারিতে কেল্টুদার এক কোটি পঞ্চাশ লক্ষ টাকা উঠেছে স্যার!
অ্যাঃ! বলিস কি রে?
তুই তো রাজা উজির রে?
টাকা পেলে আমাকে কয়েক লক্ষ টাকা দিবি, কেল্টু! তোর আর আমার ঘরে ঠান্ডা মেসিন বসিয়ে নেবো!
নিশ্চয় দেবো, স্যার!
পরদিন-
লটারির দোকান থেকে তোমার নামে একটা চিঠি দিয়ে গেলো কেল্টুদা!
নির্ঘাত টাকাটা নিয়ে আসার জন্যে জরুরি চিঠি পাঠিয়েছে!
চিঠি পড়ে উল্লাসের বদলে তোমার মুখ যে ঝুলে পড়লো গো, কেল্টুদা? কোনো গণ্ডগোল?
জানিয়েছে ২২০০ টিকিটে নয়, টাকা উঠেছে ২২০১ নম্বরে।
ভ্রম সংশোধন ২২০০ নয় ২২০১ নম্বরের টিকিটে টাকা উঠেছে
এবার কি হবে গো কেল্টুদা? একটু পরেই তো 'আবার খাবো' থেকে বিলের টাকা নিতে আসবে।
একমাত্র উপায় আত্মগোপন! খোঁজ করলে বলবি নেই!
কেল্টু কুমার কোথায়? খবর পেয়েছি কেল্টু কুমার লটারির টাকা পায়নি। কিন্তু আমাদের তো টাকা চাই। ও দিতে না পারলে আপনাকেই দিতে হবে। কারণ ও আপনার বোর্ডিংয়ের ছাত্র।
তাতে কি? আমি দেবোনা। ওকে ডাকছি, ওকে বলো।
কেল্টুদা ঘরে নেই, স্যার!
যাবে কোথায়? টাকা হাতে পাওয়ার আগেই বাহাদুরি করে লটারির টিকিট দেখিয়ে খ্যাঁটানো? মালিককে গিয়ে বলো পুলিশ দিয়ে ওর নামে হুলিয়া বের করতে!
আত্মগোপন করে থাকবে কি করে, কেল্টুদা? স্যার ওদের বলেছে পুলিশ দিয়ে তোমার নামে হুলিয়া বের করতে!
হুলিয়া বের হলে কি হবে রে, নন্টে আর ফন্টে! জ্যোতিষ ব্যাটাই ডোবালো! কপালে টাকা ফাঁকা হয়ে গিয়ে এখন জেল হাজতে বাস করতে না হয়!

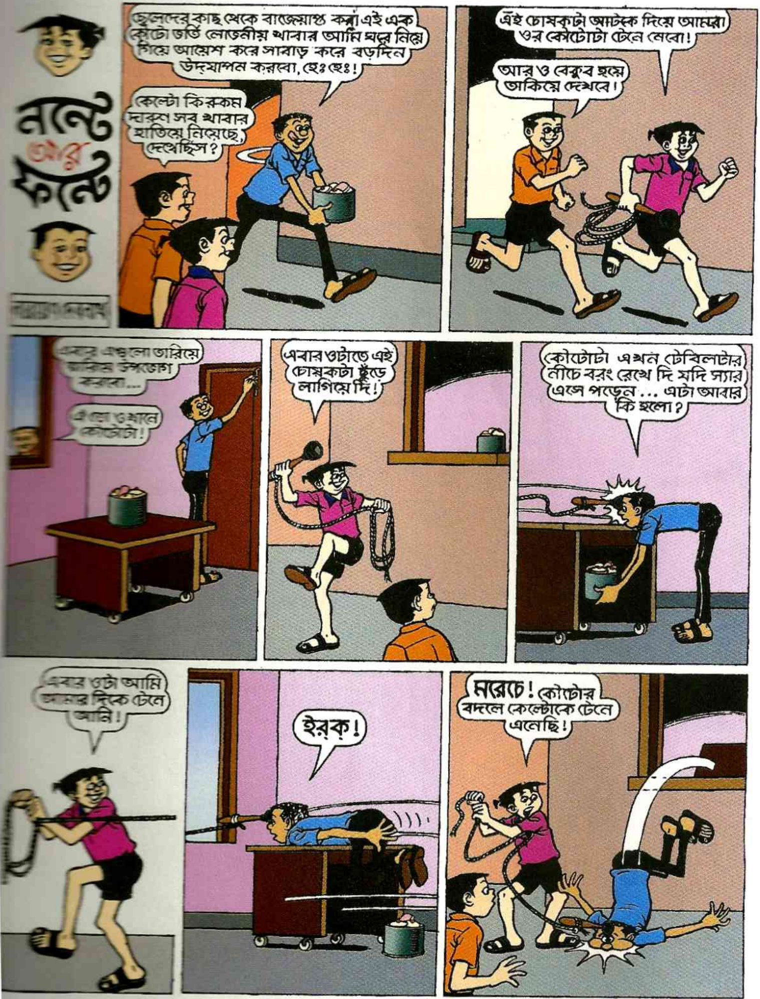
নন্টে আর ফন্টে
ছেলেদের কাছ থেকে বাজেয়াপ্ত করা এই এক কৌটো ভর্তি লোভনীয় খাবার আমি ঘরে নিয়ে গিয়ে আয়েশ করে সাবাড় করে বড়দিন উদ্‌যাপন করবো, হেঃ হেঃ!
কেল্টো কি রকম দারুণ সব খাবার হাতিয়ে নিয়েছে, দেখেছিস?
এই চোষকাটা আটকে দিয়ে আমরা ওর কৌটোটা টেনে নেবো!
আর ও বেকুব হয়ে তাকিয়ে দেখবে।
এবার ওটাতে এই চোষকাটা ছুঁড়ে লাগিয়ে দি!
কৌটোটা এখন টেবিলটার নীচে বরং রেখে দি যদি স্যার এসে পড়েন ... এটা আবার কি হলো?
এবার ওটা আমি আমার দিকে টেনে আনি!
ইরক!
মরেছে! কৌটোর বদলে কেল্টোকে টেনে এনেছি!

গরর্! হতচ্ছাড়ারা! এই তোরাও এটা নে!
ধেৎ! ও মাথা নীচু করে এড়িয়ে গেলো আর চোসকাটা স্যারের পড়ার ঘরে ঢুকে গেলো!
এটা আবার কি...?
সুপারিনটেণ্ডেণ্ট স্যার দেখে ফেলার আগেই এটা টেনে নি!
এসব কি ব্যাপার ঘটছে?
ঢকাস
ওফ্!
গরর! ইচ্ছাকৃত ভাবে আমাকে চোট দেওয়া? এই দ্যাখ্!
স্যার আর কেল্টো দুজনেই এখন খুব ব্যস্ত। চল, খাবারের কৌটোটা নিয়েএসে সবাই মিলে বড়দিনে উৎসব করি।

নন্টে আর ফন্টে
আমি ক্রীম কেক কিনেছি, এখুনি নন্টেও সন্দেশ নিতে আসবে দু'জনের খাবার দিয়ে আজ টিফিনে খুব জোরদার ভোজ হবে। কেল্টো কোনই খোঁজ পাবে না।
বোর্ডিং স্কুলে বাইরের খাদ্য ঢোকা নিষেধ! আমি এটা বাজেয়াপ্ত করলুম!
অ্যা-র-রে আমাদের টিফিনের খাবার!
আমি এই বড়ো
! এখানে লুকিয়ে
কাছ থেকেও
পারবো!
এই যে, এবার নন্টে আসছে সন্দেশের বাক্স হাতে!
এটা আমি বাজেয়াপ্ত করলুম, নন্টে!
একি!
উল্লাস! থলে এখন ভর্তি! এবার আমি ভোজ খাবার জন্যে জায়গার খোঁজ করি!
আমি তাড়াতাড়ি গিয়ে পিছন থেকে ওর বস্তা ছিনতাই করে হাওয়া হয়ে যাবো!
আর একটা পোস্টার আছে। সামনের দেয়ালে সেঁটে দিতে পারলেই কাজ শেষ।

একি !
উ ফ্! আজকের দিনটাই আমার খারাপ। প্রথমে কেল্টে খাবার হাতিয়ে নিলো, আর এখন স্কেট-বোর্ডটা ছুটে বেরিয়ে গেলো !
এই বেড়ার পেছনে বসে নিশ্চিন্তে এগুলো সাঁটাবো।
এই পেট্রলের টিনটাকে আমি বসার জন্য ব্যবহার করতে পারি।
ইরক্!
গেছি রে!
তাড়াহুড়ো করে খাবার দরকার নেই, ফন্টে! কারণ কেল্টের পা বেড়ার রেলিংএর ফাঁকে সেঁটে গেছে। কেটে বের না করার আগে আর নড়তে পারবে না।
গর র্! এখান থেকে ছাড়া পাই তারপর তোদের কি রকম নাড়া দিই দেখবি!

নন্টে আর ফন্টে
আরে, কেল্টুদা! তুমি আবার কিসের পরীক্ষা নিরিক্ষা করছো?
দেখে মনে হচ্ছে কিছু বানাচ্ছো।
কি বস্তু বানিয়েছো গো, কেল্টুদা? খাবার কিছু?
খাবার নয় রে, মুখ্যুরা, ধোবার!
পদার্থটা দেখছিস, এটা আমার সদ্য
সাবান। এক গামলা জলে এক
সাবান মিশিয়ে
পাঁচ মিনিট
বলো কি গো, কেল্টুদা?
আছড়াতে হবেনা শুধু ভিজিয়ে রাখলেই জামা কাপড় সাফ! থুপে কাচতেও হবে না?
তবে আর বলছি কি? কোন পরিশ্রম নেই শুধু ভেজাও আর শুকোতে দাও।
তৈরি করে বাজারে ছাড়লে লোকে লুফে
আমার এই আবিষ্কারে দেখবি আমার
ধন্য পড়ে যাবে! তবে তোদের
আমরা কি সাহায্য করবো?
ইনভেস্ট করবি। তোদের আমি চল্লিশ ভাগের পার্টনার করে নেবো। রাজি না হলে স্যারের কাছে কালকের ঘটনার কমপ্লেন যাবে!
তুমি বড্ড ইয়ে, কেল্টুদা। ঠিক আছে, তবে আধা আধি!

তোমার আবিষ্কৃত তরল সাবান বাজারে ছাড়ার আগে তো একটু প্রচারের দরকার। নাহলে লোকে জানবে কি করে?
ঠিক বলেছিস আগে পাবলিসিটি কিন্তু করবো কি ভাবে?
জায়গা মতো কয়েকটা পোস্টার সাঁটিয়ে দেবো তাতেই কাজ হয়ে যাবে মনে হয়।
সে সবের ভার তোদের ওপর। যে ভাবে হয় তোরা করবি।
ছাপানোর সঙ্গতি নেই, তাই হাতে লেখা পোস্টারই সাঁটবো কি বলো কেল্টুদা?
দারুণ হবে! এখন গোটা কয়েক সাঁটলেই চলবে। নামটা দিবি, ঝলক!
তুমিই সাঁটো, কেল্টুদা। তুমি লম্বা আছো।
বেশ, আমিই লাগাচ্ছি। তবে দারুণ হয়েছে, কি বলিস, নন্টে আর ফন্টে
কেল্টুকুমারের নয়া আবিষ্কার তরল সাবান
ঝলক
ব্যবহার করুন
শীঘ্রই বাজারে আসিতেছে
এবার তরল সাবান তৈরি করে যত তাড়াতাড়ি সম্ভব বাজারে ছেড়ে ক্যাশ তুলতে হবে।
সেটা তো তুমি করবে, কেল্টুদা। মাল মশলা তো সবই এসে গেছে।
পরীক্ষামূলক হিসেবে আমরা কম বোতল সংগ্রহ করেছি, কেল্টুদা।
যা চাহিদা হবে তাতে এই কটা বোতল? ঠিক আছে প্রথমে কম করেই হোক।

সাবান তৈরি। শুধু বোতলে করতে হবে।
এই নাও। আমরা বোতল এগিয়ে দিচ্ছি তুমি ভর্তি করো, কেল্টুদা।
সব বোতলই ভর্তি করা হয়েছে। এবার এগুলো গুছিয়ে রাখতে হবে।
বোতলগুলো আমরা গুছিয়ে রাখছি, কেল্টুদা!
আমিও এই ডেকচিটা এখন সরিয়ে রাখি। এই তৈরি তরল সাবান সেল হলে তখন আবার দরকার পড়বে।
তাড়াতাড়ি চল। এগুলি সেল করে এসে আবার কালকের জন্যে বেশি করে করতে হবে। আজ যারা ব্যবহার করবে তারাই ছুটে আসবে আরো ঝলক কিনতে।
নিয়ে যান! কেল্টু কুমারের অসামান্য তরল সাবান 'ঝলক'! কাচতে হবেনা হবেনা। শুধু এক গামলা জলে এক ঝলক দিয়ে কিছুক্ষণ ভিজিয়ে রাখলেই কাপড় একদম সাফ হয়ে যাবে। দাম মাত্র তিরিশ টাকা।
যেরকম বলছো, তা যদি হয় তাহলে আমাকে একটা দাও।
ব্যবহার করেই দেখুন না। এটাই যে কেল্টুকুমারের আশ্চর্য আবিষ্কার
ওরা আমার নামটাও বুদ্ধি করে প্রচার করছে।
আমাকে একটা।

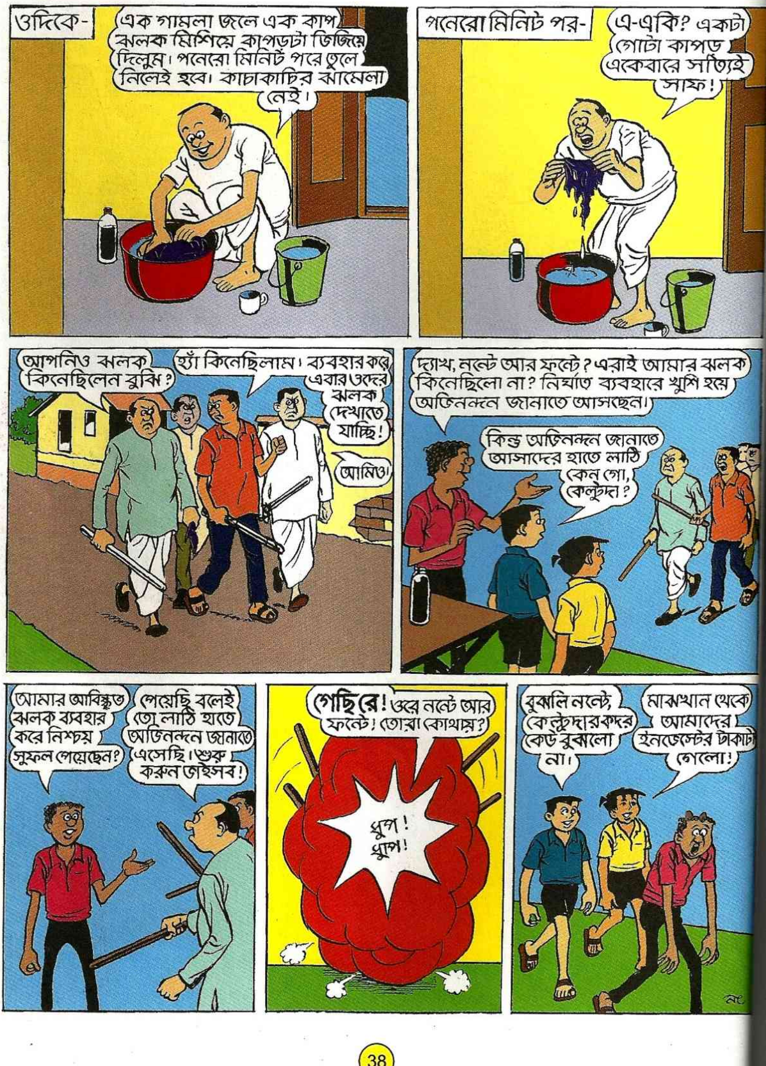
ওদিকে-
এক গামলা জলে এক কাপ ঝলক মিশিয়ে কাপড়টা ভিজিয়ে দিলুম। পনেরো মিনিট পরে তুলে নিলেই হবে। কাচাকাচির ঝামেলা নেই।
পনেরো মিনিট পর-
এ-একি? একটা গোটা কাপড় একেবারে সত্যিই সাফ!
আপনিও ঝলক কিনেছিলেন বুঝি?
হ্যাঁ কিনেছিলাম। ব্যবহার করে এবার ওদের ঝলক দেখাতে যাচ্ছি!
আমিও।
দ্যাখ, নন্টে আর ফন্টে? এরাই আমার ঝলক কিনেছিলো না? নির্ঘাত ব্যবহারে খুশি হয়ে অভিনন্দন জানাতে আসছেন।
কিন্তু অভিনন্দন জানাতে আসাদের হাতে লাঠি কেন গো, কেল্টুদা?
আমার আবিষ্কৃত ঝলক ব্যবহার করে নিশ্চয় সুফল পেয়েছেন?
পেয়েছি বলেই তো লাঠি হাতে অভিনন্দন জানাতে এসেছি। শুরু করুন ভাইসব!
গেছি রে! ওরে নন্টে আর ফন্টে! তোরা কোথায়?
ধুপ! ধুপ!
বুঝলি নন্টে, কেল্টুদার কদর কেউ বুঝলো না।
মাঝখান থেকে আমাদের ইনভেস্টের টাকাটা গেলো!

নন্টে আর ফন্টে
কেল্টো ঐ বড় পাথরটা দিয়ে কি করবে বলতো?
আমি বাজী রেখে বলতে পারি নির্ঘাত খারাপ কিছু!
তাজ্জব! ওটা ও স্কুল গেটের সামনে রেখে এলো!
থেকে খাবারের
একেবারে
হিঃ হিঃ!
আমার মতলবটা বেশ ভালো কাজ দিয়েছে!
কেমন কায়দা করে ও এক বাক্স কেক হাতালো! শিগগির-- ভেতরে চল! আমার মাথায় একটা মতলব এসেছে!
এর মধ্যে যদি খাবার
দাও তোমার হয়ে এটা
রাখি। বারান্দায়
খুঁজছেন!
তাজ্জব! সুপারিনটেণ্ডেণ্ট স্যারের কোন চিহ্নই নেই!
আমি ওকে দেখতেই পেলুম না, ফন্টে! আমার বাক্সটা দিয়ে দে।
নিশ্চয়!

সুপারিনটেণ্ডেণ্ট স্যার সারা স্কুলে খাবারের খোঁজ করছেন, কেল্টুদা। তুমি যদি কিছু খেতে চাও তাহলে সব চেয়ে নিরাপদ জায়গা হচ্ছে চিলেকোঠার বই রাখার ঘর।
চিলে কোঠায় উঠতে অনেক লম্বা সিঁড়ি ভাঙতে হয়!
এই খাবারের বাক্সটা — যেন একটনের মতো ওজন!
ওঃ! এসে গেছি!
এবার দেখি কি জিনিস আমি ছিনতাই করেছি!
সব স্কুল টেক্সট বই!
দুবটো ইঁদুরের গন্ধ পাচ্ছি!
এই যে, কেল্টুদা! আমাদের হয়ে ঐ ভারী বইয়ের বোঝাটা চিলে কোঠার ভাণ্ডারে রেখে আসার জন্যে ধন্যবাদ! আর এটা এই সুখাদ্য সাবাড় করার ব্যাপারে আমাদের যথেষ্ট সময় দিয়েছে! হেঃহেঃ!
ইরক্!
জিনিসগুলো খুবই সরেস ছিলো, কেল্টুদা!

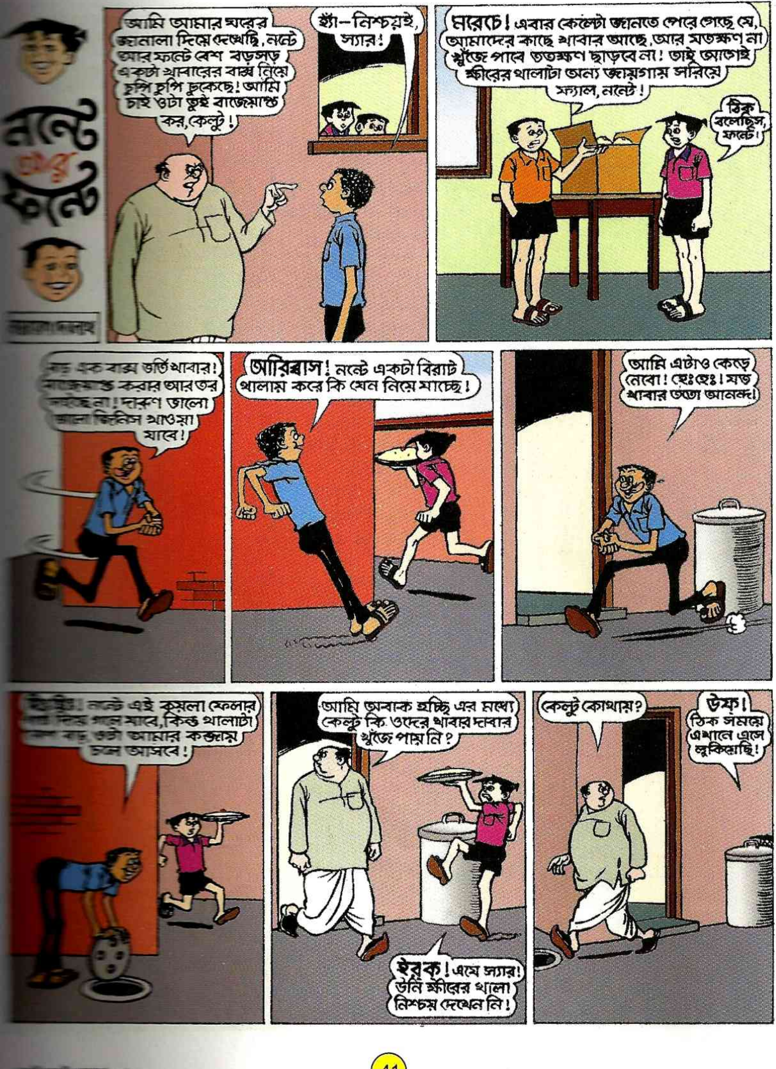
নন্টে
ফন্টে
আমি আমার ঘরের জানালা দিয়ে দেখেছি, নন্টে আর ফন্টে বেশ বড়সড় একটা খাবারের বাক্স নিয়ে চুপি চুপি ঢুকেছে! আমি চাই ওটা তুই বাজেয়াপ্ত কর, কেল্টু!
হ্যাঁ—নিশ্চয়ই, স্যার!
মরেছে! এবার কেল্টো জানতে পেরে গেছে যে, আমাদের কাছে খাবার আছে, আর যতক্ষণ না খুঁজে পাবে ততক্ষণ ছাড়বে না! তাই আগেই ক্ষীরের থালাটা অন্য জায়গায় সরিয়ে ফ্যাল, নন্টে!
ঠিক বলেছিস, ফন্টে!
এক বাক্স ভর্তি খাবার! করার আর তর না! দারুণ ভালো জিনিস খাওয়া যাবে!
আরিব্বাস! নন্টে একটা বিরাট থালায় করে কি যেন নিয়ে যাচ্ছে!
আমি এটাও কেড়ে নেবো! হেঃহেঃ! যত খাবার তত আনন্দ!
নন্টে এই কয়লা ফেলার যাবে, কিন্তু থালাটা ওটা আমার কব্জায় আসবে!
আমি অবাক হচ্ছি এর মধ্যে কেল্টু কি ওদের খাবার দাবার খুঁজে পায় নি?
হরক! এসে স্যার! উনি ক্ষীরের থালা নিশ্চয় দেখেন নি!
কেল্টু কোথায়?
উফ্! ঠিক সময়ে এখানে এসে লুকিয়েছি!

ইয়্ক!
গেলুম রে!
ইয়ে... দুঃখিত, স্যার! কোনো বুদ্ধু নির্ঘাত কয়লাঘরের ওপরের ঢাকনাটা খুলে রেখে গেছে! আমি আপনাকে টেনে বের করবো!
আমি এঁটে গেছি রে, হতচ্ছাড়া!
ইয়ে– আমি কুঠুরীতে নেমে গিয়ে তলা থেকে ঠ্যালা মেরে আপনাকে বের করার চেষ্টা করি!
জলদি!
এই যে! আমরা এখান দিয়ে কয়লা ঢেলে বস্তা খালি করবো।
দেখ্‌তে পাচ্ছো না আমি সেঁটে রয়েছি!
কিন্তু আর বেশীক্ষণের জন্যে নয়—মারো জোয়ান—
হেঁইও!
মরেচে! স্যার কোথায়?
আগ্‌হ্‌!
খাওয়া শুরু করো সবাই, কেল্টো এখন কয়লার ময়লা তুলে সাফ হতে হতে আমাদের খাবারের বাক্সও সাফ হয়ে যাবে! হাঃ হাঃ!
হিঃ হিঃ!

নন্টে আর ফন্টে
নারায়ণ দেবনাথ
টি.ভি.তে চকোলেটের নতুন একটা বিজ্ঞাপনের ছবির জন্যে দুজন চালাক চতুর ছেলে দরকার।
কাছেই একটা স্কুল বোর্ডিং আছে। সেখানে একবার খোঁজ করে দেখতে হয়।
আচ্ছা, তোমাদের সুপারিনটেন্ডেন্ট এখন ভেতরে আছেন?
হ্যাঁ, আজ্ঞে। সোজা চলে যান।
তোমাদের নাম কি, খোকা?
ওর নাম নন্টে আর আমার ফন্টে।
আমাদের ছবির জন্যে এই ছেলেদুটি মন্দ নয়।
আমারও তাই মনে হয়। দেখি ওরা কি বলে।
টি.ভি.র বিজ্ঞাপনের জন্যে একটা ছবিতে তোমরা কাজ করবে?
হ্যাঁ, করবো। কিন্তু স্যার অনুমতি দিলে তবে।

ঠিক আছে, আমি তোমাদের সুপারিনটেণ্ডেণ্টের সঙ্গে দেখা করে কথা বলি।
একটা চকোলেট তৈরির প্রতিষ্ঠানের বিজ্ঞাপনের টি.ভি. ফিল্ম তোলার জন্য আপনার বোর্ডিংএর দুটি ছেলেকে আমাদের পছন্দ হয়েছে। এবার আপনি যদি অনুমতি দেন—
কোন
ছেলে ?
নাম
আসার সময় দেখা। নাম বললো নন্টে আর ফন্টে।
বুঝেছি, তা নিতে পারেন আমি অনুমতি দিলাম।
তোমাদের স্যার অনুমতি দিয়েছেন। এবার আমরা কাজ শুরু করবো।
কবে থেকে শুরু হবে?
সেটা ঠিক করে তোমাদের সুপারিনটেণ্ডেণ্টকে জানিয়ে দেবো।
ছেলেদুটিকে বেশ চটপটে বলেই মনে হচ্ছে। কাজ করিয়ে নিতে পারলে ভালোই করবে।
ভাগ্যিস কেল্টো আর ওর চ্যালাটা এখন এখানে নেই।
যা বলেছিস। এখন এখানে থাকলেই বাগড়া দিতো।

James @ BD

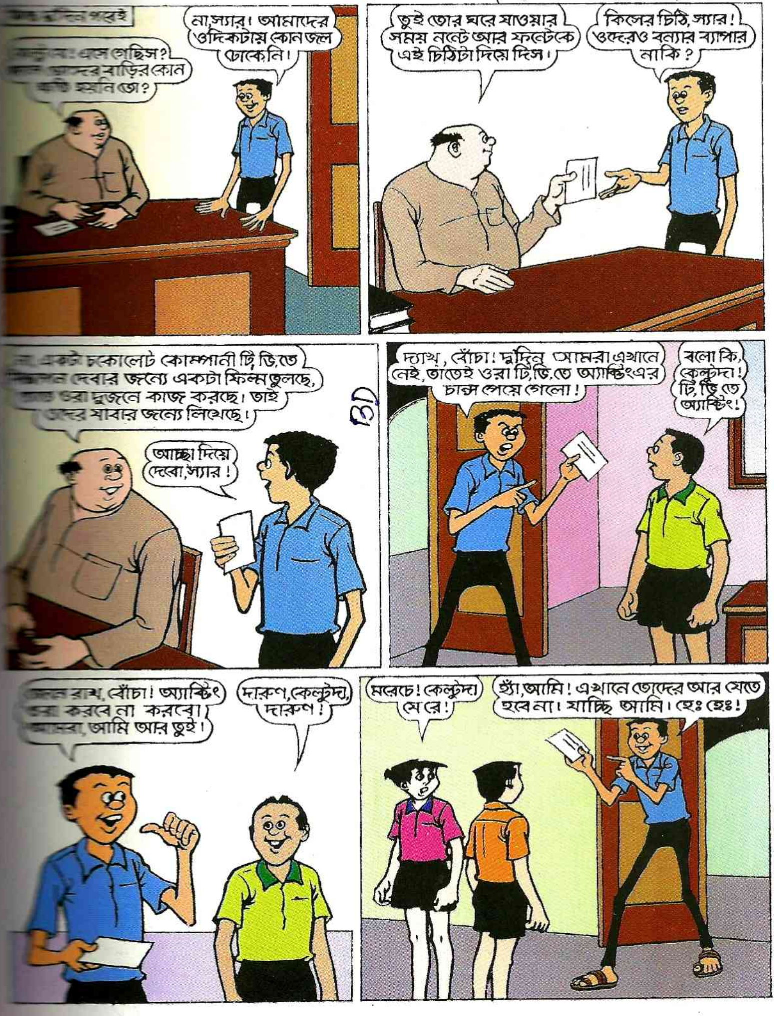
পরেই
এসে গেছিস? বাড়ির কোন হয়নি তো?
না,স্যার। আমাদের ওদিকটায় কোন জল ঢোকেনি।
তুই তোর ঘরে যাওয়ার সময় নন্টে আর ফন্টেকে এই চিঠিটা দিয়ে দিস।
কিসের চিঠি, স্যার! ওদেরও বন্যার ব্যাপার নাকি?
চকোলেট কোম্পানী টি,ভি,তে দেবার জন্যে একটা ফিল্ম তুলছে, ওরা দুজনে কাজ করছে। তাই যাবার জন্যে লিখেছে।
আচ্ছা দিয়ে দেবো,স্যার!
দ্যাখ, বোঁচা! দুদিন আমরা এখানে নেই,তাতেই ওরা টি,ভি,তে অ্যাক্টিংএর চান্স পেয়ে গেলো!
বলো কি, কেল্টুদা! টি,ভি,তে অ্যাক্টিং!
রাখ, বোঁচা! অ্যাক্টিং করবে না করবো। আমি আর তুই।
দারুণ,কেল্টুদা, দারুণ!
মরেচে! কেল্টুদা যে রে!
হ্যাঁ,আমি! এখানে তোদের আর যেতে হবে না। যাচ্ছি আমি। হেঃ হেঃ!

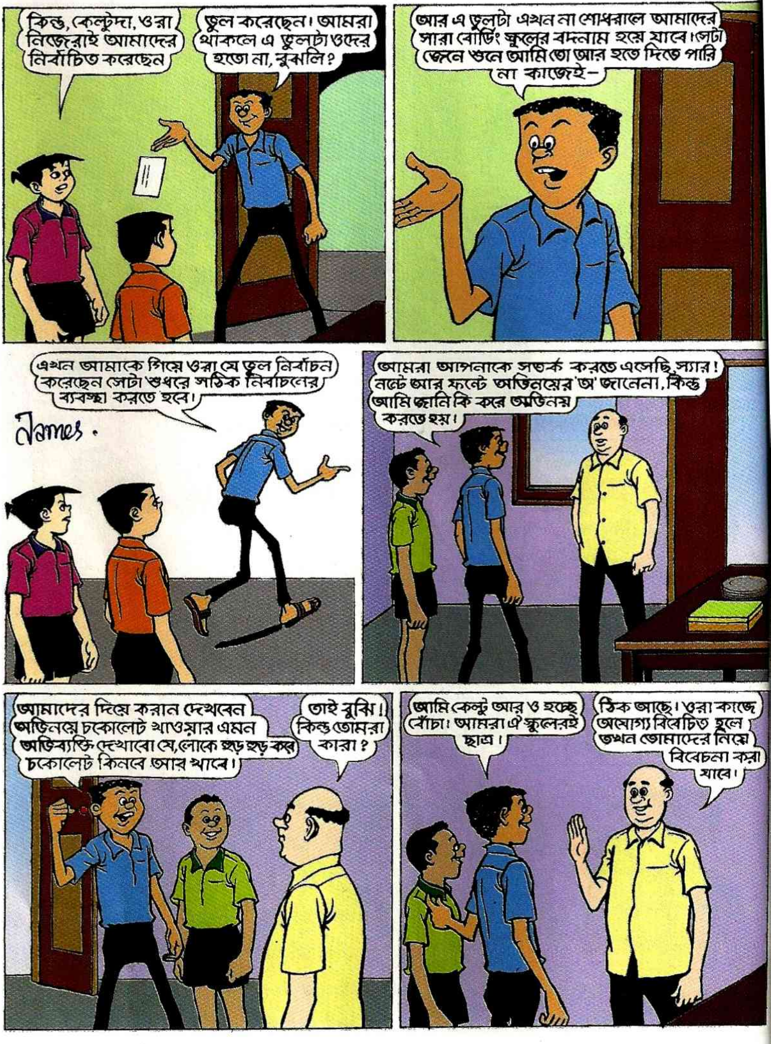
কিন্তু, কেল্টুদা, ওরা নিজেরাই আমাদের নির্বাচিত করেছেন
ভুল করেছেন। আমরা থাকলে এ ভুলটা ওদের হতো না, বুঝলি?
আর এ ভুলটা এখন না শোধরালে আমাদের সারা বোর্ডিং স্কুলের বদনাম হয়ে যাবে। সেটা জেনে শুনে আমি তো আর হতে দিতে পারি না কাজেই–
এখন আমাকে গিয়ে ওরা যে ভুল নির্বাচন করেছেন সেটা শুধরে সঠিক নির্বাচনের ব্যবস্থা করতে হবে।
James.
আমরা আপনাকে সতর্ক করতে এসেছি, স্যার! নন্টে আর ফন্টে অভিনয়ের 'অ' জানেনা, কিন্তু আমি জানি কি করে অভিনয় করতে হয়।
আমাদের দিয়ে করান দেখবেন অভিনয়ে চকোলেট খাওয়ার এমন অভিব্যক্তি দেখাবো যে, লোকে হুড় হুড় করে চকোলেট কিনবে আর খাবে।
তাই বুঝি! কিন্তু তোমরা কারা?
আমি কেল্টু আর ও হচ্ছে বোঁচা। আমরা ঐ স্কুলেরই ছাত্র।
ঠিক আছে। ওরা কাজে অযোগ্য বিবেচিত হলে তখন তোমাদের নিয়ে বিবেচনা করা যাবে।

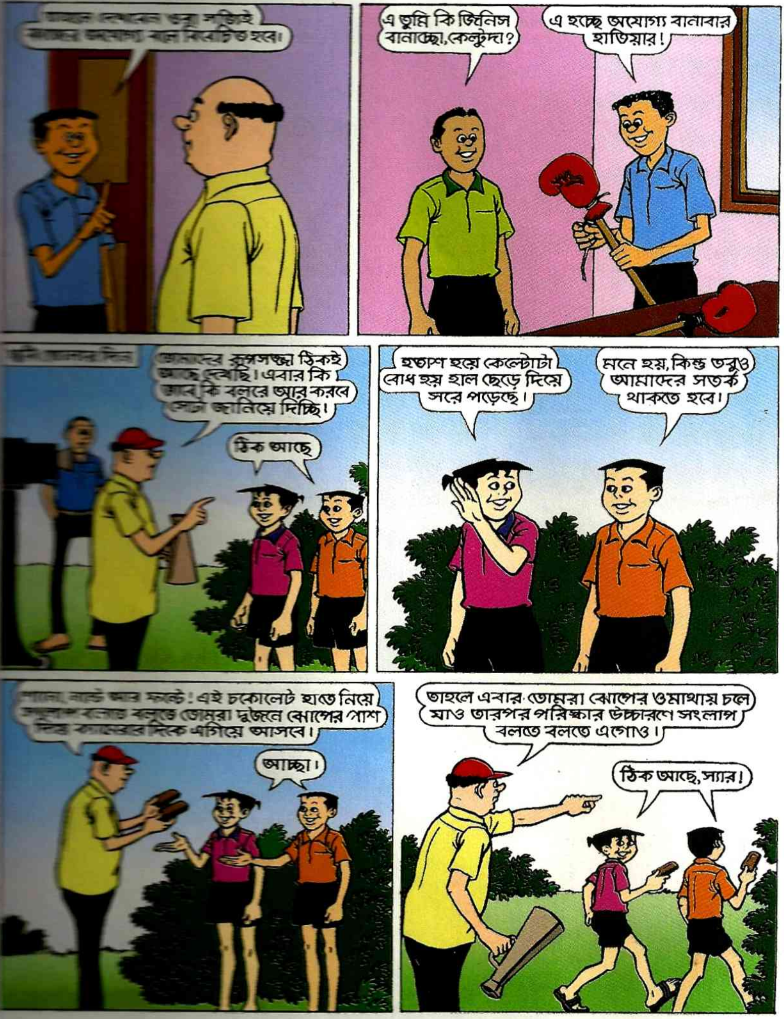

বিবেচিত হবে।
এ তুমি কি জিনিস বানাচ্ছো, কেল্টুদা?
এ হচ্ছে অযোগ্য বানাবার হাতিয়ার!
রূপসজ্জা ঠিকই দেখেছি। এবার কি কি বলবে আর করবে জানিয়ে দিচ্ছি।
ঠিক আছে
হতাশ হয়ে কেল্টোটা বোধ হয় হাল ছেড়ে দিয়ে সরে পড়েছে।
মনে হয়, কিন্তু তবুও আমাদের সতর্ক থাকতে হবে।
এই চকোলেট হাতে নিয়ে বলতে তোমরা দুজনে ঝোপের পাশ দিকে এগিয়ে আসবে।
আচ্ছা।
তাহলে এবার তোমরা ঝোপের ওমাথায় চলে যাও তারপর পরিষ্কার উচ্চারণে সংলাপ বলতে বলতে এগোও।
ঠিক আছে, স্যার!

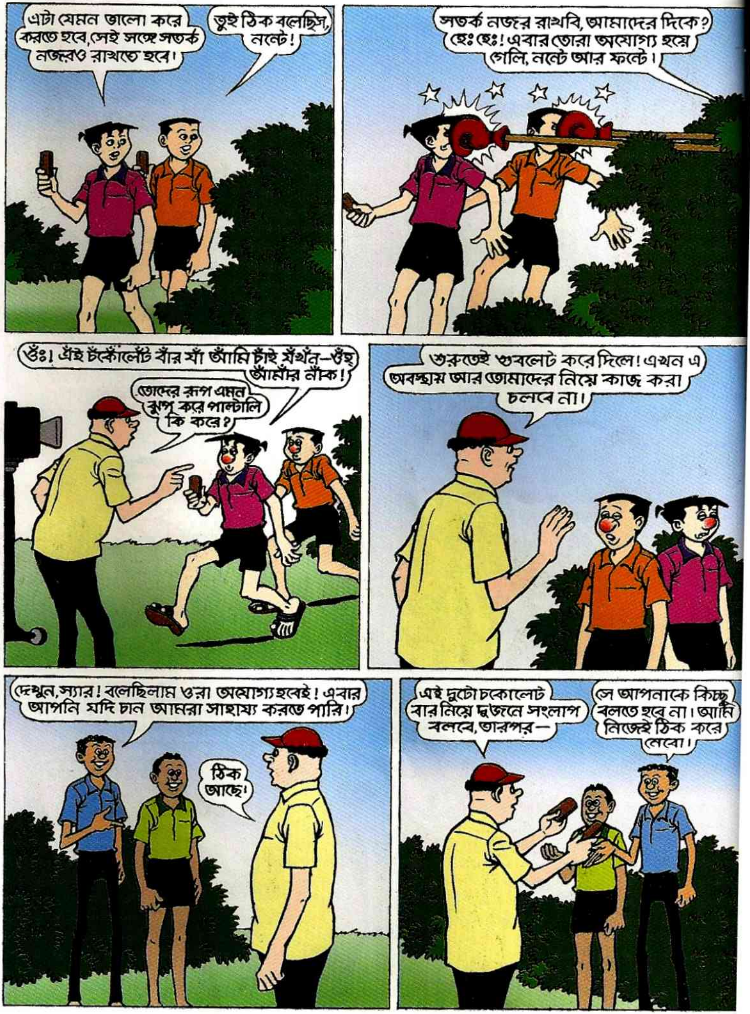
এটা যেমন ভালো করে করতে হবে, সেই সঙ্গে সতর্ক নজরও রাখতে হবে।
তুই ঠিক বলেছিস, নন্টে!
সতর্ক নজর রাখবি, আমাদের দিকে? হেঃ হেঃ! এবার তোরা অযোগ্য হয়ে গেলি, নন্টে আর ফন্টে।
উঁঃ। এঁই চঁকোঁলেঁট বাঁর যাঁ আঁমি চাঁই যঁখঁন—উঁহ্ আঁমাঁর নাঁক!
তোদের রূপ এমন ঝুপ করে পাল্টালি কি করে?
শুরুতেই গুবলেট করে দিলে! এখন এ অবস্থায় আর তোমাদের নিয়ে কাজ করা চলবে না।
দেখুন, স্যার! বলেছিলাম ওরা অযোগ্য হবেই! এবার আপনি যদি চান আমরা সাহায্য করতে পারি।
ঠিক আছে!
এই দুটো চকোলেট বার নিয়ে দুজনে সংলাপ বলবে, তারপর—
সে আপনাকে কিচ্ছু বলতে হবে না। আমি নিজেই ঠিক করে নেবো।

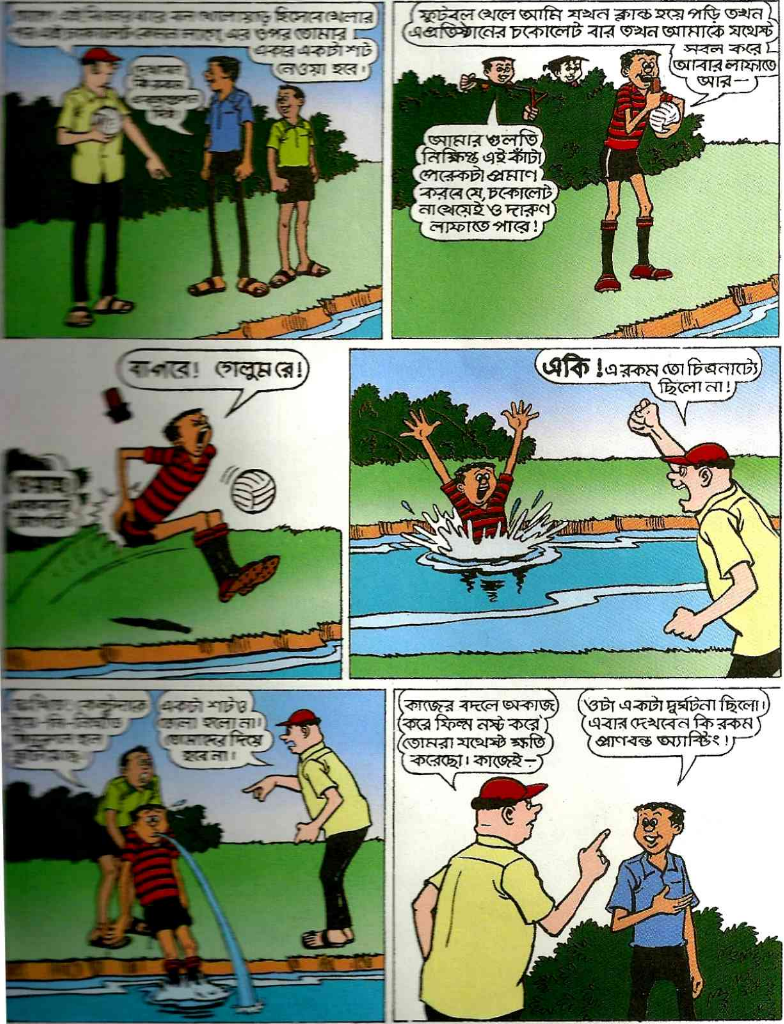
একের একটা শট
নেওয়া হবে।
ফুটবল খেলে আমি যখন ক্লান্ত হয়ে পড়ি তখন এপ্রতিষ্ঠানের চকোলেট বার তখন আমাকে যথেষ্ট সবল করে আবার লাফাতে আর —
আমার গুলতি নিক্ষিপ্ত এই কাঁটা পেরেকটা প্রমাণ করবে যে, চকোলেট না খেয়েই ও দারুণ লাফাতে পারে!
বাপরে! গেলুম রে!
একি! এ রকম তো চিত্রনাট্যে ছিলো না!
একটা শটও তোলা হলো না। তোমাদের দিয়ে হবে না।
কাজের বদলে অকাজ করে ফিল্ম নষ্ট করে তোমরা যথেষ্ট ক্ষতি করেছো। কাজেই —
ওটা একটা দুর্ঘটনা ছিলো। এবার দেখবেন কি রকম প্রাণবন্ত অ্যাক্টিং!

এবার দেখা যাবে কেল্টোটা কেমন চকোলেট খেয়ে অ্যাক্টিং করে।
নুন আর লঙ্কা গুড়ো মেশানো চকোলেট যখন চাখবে, হিঃ হিঃ!
স্টার্ট ক্যামেরা! টেক হচ্ছে, কথা বলা শুরু করো।
সকালে উঠেই আমার এই চকোলেট বার চাই আর যত পাই ততই খাই বেশী খেলেও অরুচি নাই।
চমৎকার! এবার দেখাও যে বারগুলি খেয়ে তোমরা কি রকম আনন্দ পাচ্ছো।
ইরক্!
উক্স্!
এই রে!
আমার সর্বনাশ হয়ে গেলো!
হতভাগা চিমড়ে মর্কট! আমার পুরো ফিল্মগুলো একেবারে বরবাদ করে দিলি। এই দ্যাখ্ এবার আমার লক্ষ্যভেদের অ্যাক্টিং।
ঠকাস্

নন্টে আর ফন্টে
নারায়ণ দেবনাথ
কেল্টুদার কথা শুনে স্যার এক চোখোমি করে আমাদের শাস্তি দিয়েছে। তার বদলে এবার আমরা কিছু একটা করে স্যারকে চমকে দেবো!
ঠিক বলেছিস। আমাদের কিছু করতে হবে ফন্টে।
ওদের কথা শুনে মনে হচ্ছে কাল আমার কথা শুনে স্যার ওদের যে শাস্তি দিয়েছিলেন ঝাল মেটাতে ওরা কিছু একটা করে স্যারকে ভয় দেখিয়ে চমকাতে চাইছে। কথাটা এখুনি গিয়ে স্যারকে জানাতে হবে!
কেল্টু যে। কি ব্যাপার? কিছু বলবি?
স্যার, নন্টে আর ফন্টে আপনার বিরুদ্ধে ঘোঁট পাকাচ্ছে। যা খুশি তাই বলছে!
বলিস কি রে! তুই এসব কথা শুনেছিস?
আমি নিজের কানে শুনে এলুম, স্যার!
এখুনি ডেকে নিয়ে আয়। বল আমি ডাকছি!
আমি এখুনি ডেকে আনছি, স্যার! ওরা আপনার বিরুদ্ধে ঘোঁট পাকাচ্ছে? ভালো করে সমঝে দেবেন! ওদের!
আমাদের ডেকেছেন, স্যার?
শুনলুম তোরা আমার বিরুদ্ধে নাকি ঘোঁট পাকাচ্ছিস? সাবধান! এমন চোট দেবো যে উঠতে পারবি না।
কেল্টো নির্ঘাত আড়ি পেতে আমাদের কথা শুনেছে, আর না বুঝেই স্যারকে উল্টো পাল্টা বুঝিয়েছে!
দাঁড়া, কেল্টোর আড়ি পাতা বের করছি!
পরে-
নজর রাখ। কেল্টুকে দেখতে পেলে ওকে না দেখার ভান করে তোকে ডাকবো তারপর কথা বললেই ও আড়ি পেতে শুনবে। যা বলবো শুনলেই কাজ হয়ে যাবে।

সেইমতো-
এই যে, নন্টে! যাচ্ছিস কোথায়? শোন কথা আছে।
স্যারের ধাতানি খেয়ে আবার কি মতলব ভাজছে শুনতে হবে।
কাল স্যারের জন্মদিন। জন্মদিনে কাল স্যারকে আমরা একটা নতুন জিনিস উপহার দেবো!
ঠিক বলেছিস, ফন্টে। তাহলে কাল আমরা স্যারকে একটা নতুন কিছু উপহার দিচ্ছি!
আরে দেবার জন্যে উপহার আনবি তোরা। কিন্তু দেবো তো আমি। হেঃ-হেঃ!
কথাগুলো কেল্টুদ কানে ঠিক গেছে নন্টে!
পরদিন-
কাজ শেষ এবার এটা কেল্টুদাকে দেওয়া।
দিতে হবে না, কেল্টুদা নেবার জন্যে নিজেই ওৎ পেতে আছে!
একি! আমরা স্যারকে দেবো বলে নিয়ে যাচ্ছি আর তুমি কেড়ে নিলে, কেল্টুদা?
তোরা দিবি কিরে? স্যারকে যা দেবার সে তো আমার হাত দিয়ে যাবে!
কি রে, কেল্টু? তোর হাতে ওটা কি?
আজ আপনার জন্মদিনে, তাই আমি আপনার জন্যে একটা সুন্দর উপহার এনেছি!
আমার নিজের মনে থাকে না, তোর ঠিক মনে থাকে। সেজন্যেই তো তোকে এতো পছন্দ করি! এবার দেখি আমার জন্মদিনে তুই কি সুন্দর জিনিস এনে-
-ছিস-ওরে গেছিরে! সাপে খেলো রে-এ-এ!
ইরক! সা-সাপ এলো কোত্থেকে?
হতচ্ছাড়া মর্কটটা গেলো কোথায়? পাষণ্ডটা আমার জন্মদিনকে মৃত্যুদিন বানাতে চেয়েছিলো ওকে হাতে পেলে আজ ওরই একদিন কি আমারই একদিন! খুঁজে দ্যাখ!
দেখছি স্যার।

নন্টে আর ফন্টে
নারায়ণ দেবনাথ
চারদিকে চুরি ডাকাতি দারুণ বেড়েছে। তালা ভেঙেও চুরি হচ্ছে। এখানেও হতে পারে। তাই রাতে পাহারার একটা ব্যবস্থা করা দরকার!
তাহলে তো রাত জেগে পাহারা দিতে হবে স্যার!
তাই দিবি। না হলে আমার সব দামী জিনিস পত্র চুরি হয়ে যেতে পারে?
ঠিক আছে, স্যার! আমরা পাহারা দেবো। আমাদের এখানে চুরি করতে এলে ব্যাটার পিণ্ডি চটকে দেবো!
শুনলি তো? স্যার রাত জেগে পাহারা দিতে বললেন।
আর তুমিও রাজি হয়ে গেলে! রাত জেগে তুমি পাহারা দাও, আমরা পারবো না।
আরে, আমারও কি রাত জেগে পাহারা দেওয়ার ইচ্ছে আছে? কিন্তু বিকল্প ব্যবস্থা কিছু করতে না পারলে পাহারা দিতেই হবে।
কিন্তু বিকল্পটা কি হবে সেটা কিছু পেয়েছো?
ইয়াহু! পেয়ে গেছি! রাত জেগে পাহারা দেওয়ার বিকল্প পেয়ে গেছি।
কি পেয়েছো গো, কেল্টুদা?
তাতে কিন্তু তোদের সামান্য ইনভেস্ট করতে হবে। কয়েক প্যাকেট বিস্কুট কিনতে হবে।
কি বলছো, কেল্টুদা? তোমার কি মাথা খারাপ হয়ে গেলো? বিস্কুট দিয়ে পাহারা দেবে?
বিস্কুট পাহারা দেবে কেন রে, মুখ্যুর ডিমেরা, বিস্কুটের লোভে রাস্তার কুকুর পাহারা দেবে!
আইডিয়াটা মন্দ নয়। কিন্তু ওরা কি পাহারা দেবে?

তোরা ইনভেস্ট করেছিস, বাকিটা আমার ওপর ছেড়ে দে।
ঠিক আছে, কেল্টুদা। মোদ্দা কথা আমরা কেউ রাত জেগে পাহারা দেবো না।
সেই মতো-
দ্যাখ, নন্টে আর ফন্টে। একটাকে এনেছি। এটাই আমাদের হয়ে পাহারা দেবে।
কামড়াবে না তো, কেল্টুদা? কামড়ালে কিন্তু চোদ্দটা!
আরে কামড়াবে তো চোরকে!
আমাদের হয়ে রাতে তুই পাহারা দিবি। তোকে আরও বিস্কুট দেবো।
ব্যাটা রাতে এখানে থাকবে তো কেল্টুদা?
থাকবে না মানে? ব্যাটা বিস্কুটের লোভে ঠিক থাকবে।
স্যার আজ বাইরে বেরোবেন না। কাজেই আমরা রাত পাহারার জন্যে কাকে ফিট করেছি কিছুই জানতে পারবেন না।
দারুণ বুদ্ধি খেলিয়েছো কেল্টুদা। তোমার বুদ্ধির জোরেই রাত পাহারা থেকে রেহাই পাওয়া গেলো।

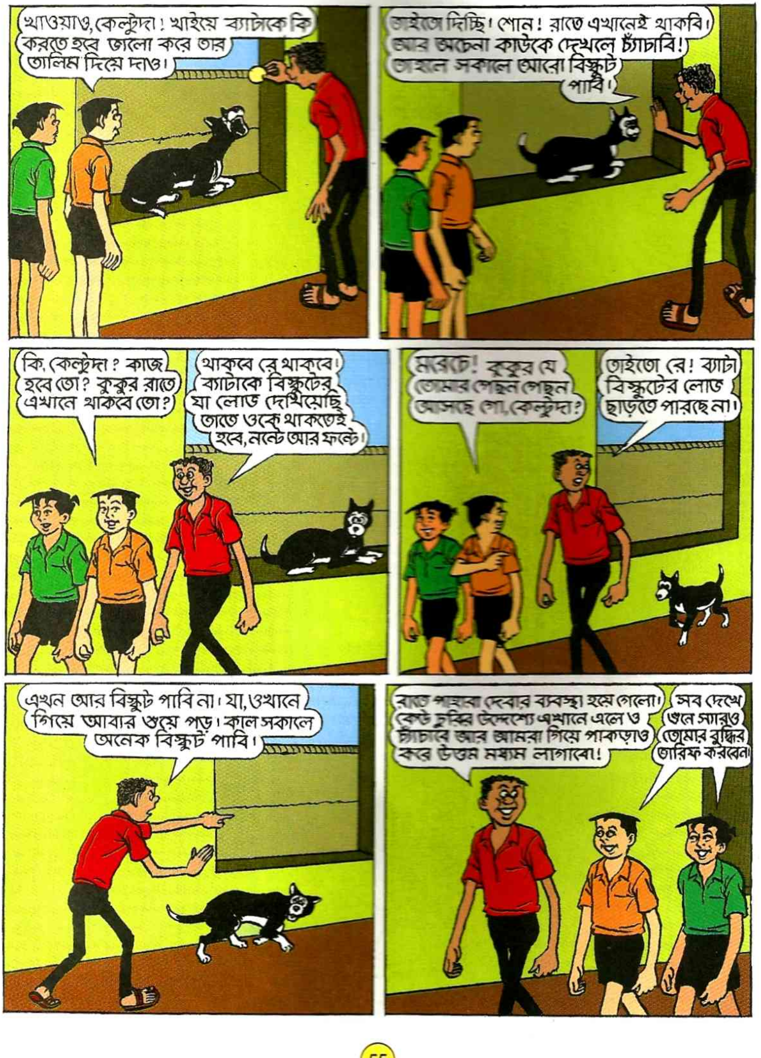
খাওয়াও, কেল্টুদা! খাইয়ে ব্যাটাকে কি করতে হবে ভালো করে তার তালিম দিয়ে দাও।
তাইতো দিচ্ছি। শোন! রাতে এখানেই থাকবি। আর অচেনা কাউকে দেখলে চ্যাঁচাবি! তাহলে সকালে আরো বিস্কুট পাবি।
কি, কেল্টুদা? কাজ হবে তো? কুকুর রাতে এখানে থাকবে তো?
থাকবে রে থাকবে। ব্যাটাকে বিস্কুটের যা লোভ দেখিয়েছি তাতে ওকে থাকতেই হবে, নন্টে আর ফন্টে।
মরেচে! কুকুর যে তোমার পেছন পেছন আসছে গো, কেল্টুদা?
তাইতো রে! ব্যাটা বিস্কুটের লোভ ছাড়তে পারছে না।
এখন আর বিস্কুট পাবি না। যা, ওখানে গিয়ে আবার শুয়ে পড়। কাল সকালে অনেক বিস্কুট পাবি।
রাতে পাহারা দেবার ব্যবস্থা হয়ে গেলো। কেউ চুরির উদ্দেশ্যে এখানে এলে ও চ্যাঁচাবে আর আমরা গিয়ে পাকড়াও করে উত্তম মধ্যম লাগাবো!
সব দেখে শুনে স্যারও তোমার বুদ্ধির তারিফ করবেন।

এদিকে মাঝরাতে-
ওদের বিশ্বাস নেই। সত্যি ওরা পাহারা দিচ্ছে কিনা একবার দেখি।
কই কাউকে দেখছি না তো! সামনে একটু এগিয়ে দেখি আশে পাশে আছে কিনা।
সামনে এগোতেই-
ঘেউ! ঘেউ!
ওরে বাবারে! এখানে কুকুর এলো কোত্থেকে! কামড়াবে নাকি?
এদিকে-
ঘেউ-ঘেউ ঘেউ-ঘেউ।
কুকুরটা ডাকছে। তার মানে কেউ ঢুকেছে। নন্টে আর ফন্টেকে ডাকি ব্যাটাকে পাকড়াতে হবে।
কুকুরের চিৎকার শুনে তোমাকে ডাকতে এলুম কেল্টুদা! চিৎকার শুনেছো তো?
শুনেছি। আমি তোদেরে ডাকতে যাচ্ছিলাম। চল, শিগগির!
ঘেউ-ঘেউ!
দ্যাখ ব্যাটা চোরকে দেখে ঠিক চিৎকার করে আটকে রেখেছে। এবারে আমি গিয়ে চোর ব্যাটাকে আচ্ছা করে কিলোব, তোরা স্যারকে ডেকে নিয়ে আয়।
যাঃ যাঃ! দূর হ!
ঘেউ-ঘেউ!
ব্যাটা, চোর! চুরি করতে আসার আর জায়গা পাওনি? যতক্ষণ না স্যার আসেন ততক্ষণ আমি কিলিয়ে কাঁঠাল পাকাতে থাকি!
ঘোমটা সরাও! স্যার এসে তোমার চাঁদমুখখানা দেখবে আর তোমাকে ধরার জন্যে আমাকে তারিফ কর—
-বে-ইরক! স্যা-স্যার, আ-আপনি?
হ্যাঁ, আমি রে হাড়গিলে! আমার পিঠে তুই কাঁঠাল পাকাবি- পালাচ্ছিস্ কোথায়? এবার আমি তোর পিঠে কি পাকাই দ্যাখ!